# প্রচলিত তাবলীগ জামাতের স্বরূপ উন্মোচন

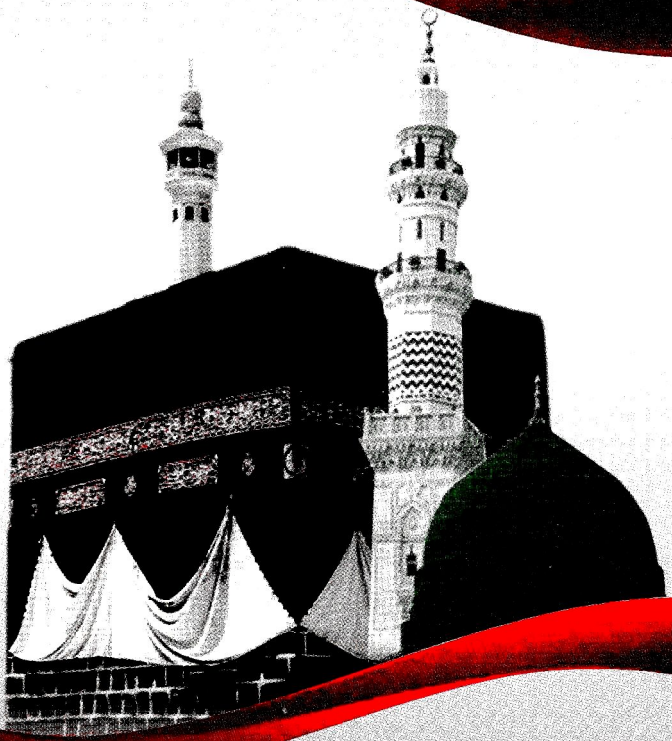

মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর

*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
*(Sallallaho Alayhi Wasallim)*

بسم الله الرحمن الرحيم

# প্রচলিত তাবলীগ জামাতের স্বরূপ উম্মোচন

**কৈফিয়ত ঃ** কারো বিরুদ্ধে লিখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সাধারণ মুসলমানগণ যেন সঠিক ও সত্য বিষয়টি বুঝতে পারেন, সে জন্যই আমাদের এ প্রচেষ্টা।

**অনুরোধ ঃ** সম্মানিত পাঠক! নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণ বইটি পড়ুন এবং একটু চিন্তা করে দেখুন, কাদের বক্তব্য পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক ও যুক্তি পূর্ণ বলে মনে হয়। ইনশাআল্লাহ সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।


**রচনায় ঃ**

**আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর** (এম.এফ, এম.এম.)



## প্রকাশনায় ঃ

**আঞ্জুমানে সাইফুন্নবী ফী রদ্দে মুনকিরে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)**





*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)*

## রচনায় ঃ

**আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর** (এম.এফ, এম.এম.)
আরবী প্রভাষক, দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদ্রাসা, কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ।
খতিব, বাইতুন নূর জামে মসজিদ, পশ্চিম দেওভোগ, নারায়নগঞ্জ।
সভাপতি, নারায়নগঞ্জ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।
সাধারণ সম্পাদক, সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ এবং সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ, নারায়নগঞ্জ।
মোবাইল ঃ ০১৬৭৭২১৭৫৯৬, ০১৮১৯১৩৬৭৪৬, ০১১৯৯৫৩৪৭২২

**উৎসর্গ ঃ** বাইতুল আক্সা জামে মসজিদ, বাংলা বাজার, পশ্চিম দেওভোগ, নারায়নগঞ্জ-এর সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী সাহেবের পীর ও মুর্শিদ **হযরত আব্দুল জলীল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**-এর পবিত্র রূহের প্রতি উৎসর্গীত। আল্লাহপাক এ কিতাবের বিনিময়ে প্রদত্ত সাওয়াবগুলো তাঁর রূহ পাকে বখ্শিশ্ করুণ। যিনি ঢাকা মুশুরিখোলা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা, ফানাফিল্লাহ বাক্বাবিল্লাহ **হযরত কেব্লা শাহ আহ্সান উল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**-এর খলিফা বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রামের নিবাসী **হযরত ওয়াহেদ বক্স রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**-এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। তাঁর মাযার শরীফ নারায়নগঞ্জের পশ্চিম দেওভোগ পূর্ব আম-বাগান এলাকায় স্বীয় বাড়িতে অবস্থিত।

**কামনায় ঃ** আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম মাগফুর আব্বাজান কেবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আমার স্নেহের ছাত্র মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন রুমী ও মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন-এর শ্রদ্ধেয় আব্বা মরহুম মুজিবুল্লাহ সাহেব ও শ্রদ্ধেয়া আম্মা মরহুমা রাজিয়া খাতুন-এর মাগফেরাত কামনায় প্রকাশিত। আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের বিনিময়ে প্রদত্ত সাওয়াবগুলো তাদের রূহ পাকেও বখ্শিশ্ করুন এবং তাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে তাদেরকে জান্নাতবাসী করুন। (আমীন)

**প্রকাশ কাল ঃ**

**প্রথম সংস্করণ ঃ** সোমবার, ১৩ রবিউল সানী ১৪২৬ হিজরী, ২৩ মে ২০০৫ ইং, ৯ জৈষ্ঠ ১৪১২বাংলা।
**দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ** সোমবার, ২৮ জিল্কৃদ ১৪২৮ হিজরী, ১০ডিসেম্বর ২০০৭ইং, ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪বাংলা।
**তৃতীয় সংস্করণ ঃ** সোমবার, ২১সফর ১৪৩৩ হিজরী, ১৬ জানুয়ারী ২০১২ইং, ৩ মাঘ, ১৪১৮বাংলা।

**কম্পিউটার ঃ** প্রচ্ছদ ঃ **মোহাম্মদ জুয়েল হোসেন প্রিন্স**
বর্ণ বিন্যাস ঃ **মুহাম্মদ আব্দুল মুকিত**
**সৌজন্য হাদিয়া ঃ ৫০ টাকা মাত্র।**


*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
*\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)*

# সূচীপত্র


১। ভূমিকা ..... ০৪

২। প্রচলিত ছয় উছুলী তাবলীগ জামাতের সূচনা । ..... ০৫

৩। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের তাবলীগের সাথে প্রচলিত তাবলীগের পার্থক্যের কিছু নমুনা। ..... ০৭

৪। বিরোধিতার কারণ। ..... ০৮

৫। "মালাফুজাত" প্রসঙ্গ। ..... ০৮

৬। "রাহ্‌বর' প্রসঙ্গ। .....১৪

৭। প্রচলিত তাবলীগ জামাতের মূখ্য উদ্দেশ্যঃ থানবী সাহেবের শিক্ষা ব্যাপক প্রচার করা । ... ১৯

৮। মৌঃ আশরাফ আলী থানবী সাহেবের এলেমের (শিক্ষার) কিছু নমুনা। ..... ২০

৯। মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের এলেমের (শিক্ষার) কিছু নমুনা । ... ২৩

১০। মৌঃ খলীল আহমদ আম্বেটবী সাহেবের এলেমের (শিক্ষার) কিছু নমুনা। ২৯

১১। মৌঃ ঈসমাইল দেহলভী সাহেবের এলেমের (শিক্ষার) কিছু নমুনা। ..... ৩১

১২। মৌঃ কাসেম নানুতুবী সাহেবের এলেমের (শিক্ষার) কিছু নমুনা। ..... ৩৫

১৩। তাবলীগ জামাতের মুরুব্বিদের আরো কিছু ভ্রান্ত আক্বিদা। ..... ৩৬

১৪। ওহাবী সম্প্রদায়ের সাথে তাবলীগীদের সম্পর্ক। .....৪০

১৫। ওহাবী মতবাদ। ..... ৪০

১৬। ওহাবী সম্প্রদায়ের আক্বীদার কিছু নমুনা। ..... ৪৩

১৭। ওহাবী সম্প্রদায় সম্পর্কে তাবলীগের মুরুব্বী ও তাদের অনুসারীদের অভিমত। ... ৪৫

১৮। মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব নজদের ওহাবী বাদশাহর দরবারে (ওহাবী কানেকশন) । ..... ৪৬

১৯। তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীগণ নিজেদেরকে ওহাবী বলে স্বীকৃতি প্রদান । ৪৭

২০। তাবলীগ জামাত সম্পর্কে দেওবন্দের আলেমদের বিরূপ অভিমত। ..... ৪৮

২১। তাবলীগ জামাত সম্পর্কে ফুরফুরা শরীফের ফতোয়া। .....৫৩

২২। তাবলীগ জামাত সম্পর্কে শর্ষিণা শরীফের অভিমত। ..... ৫৪

২৩। এক-নজরে তাবলীগী মতবাদ। ..... ৫৫

২৪। তাবলীগ করার দায়িত্ব কাদের? ..... ৫৭





Bangladesh Anjumane Ashekgane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

# ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লী ও নুছাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের, যিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয়তম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর উম্মাত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। লাখো কোটি দরূদ ও সালাম সে মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর, যাঁর মোহাব্বত বা ভালবাসা ঈমানের মূল।

সত্য-মিথ্যা এবং হক্ব-বাতিলের মধ্যে দ্বন্দ্ব পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আমাদের মিথ্যা থেকে সত্যকে, বাতিল থেকে হককে আলাদা করতে হবে। কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি হক-তা বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে অবহেলা করা যাবেনা। প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! প্রচলিত তাবলীগ জামাতের অনুসারীগণ অপপ্রচার করে যে, "সুন্নী ওলামায়ে কেরাম নাকি তাদের তাবলীগের কাজে বিঘ্ন ঘটায় এবং মুসলমানদেরকে নামাজ, রোজা, অযু, গোসল ও দোয়া-কালাম ইত্যাদি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। তারা নাকি আরো চায় না যে, মুসলমানগণ ঈমান-আমল শিক্ষা করে পরিপূর্ণ মুসলমান হউক।" আসলে সুন্নী ওলামায়ে কেরাম কখনোই এ সকল কাজ থেকে মুসলমানদেরকে বিরত রাখেন না বরং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের অনুসরণে সর্বদাই তাদেরকে এ কাজে উৎসাহিত করে থাকেন। তবে প্রচলিত তাবলীগ জামাতের বিরোধীতা কেন করেন -তা আপনাদের অবগত করার লক্ষ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আশা করি, সুহৃদয় পাঠক মহল বইটির আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে পাঠ করলে সঠিক বিষয়টি অবগত হতে পারবেন, ইন্‌শাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক বিষয়টি বুঝার তাওফীক দান করুন। এ কিতাবটি প্রকাশের কাজে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা সকলের পরিশ্রম ও সহযোগীতা কবুল করে মৃত্যু পর্যন্ত সঠিক পথে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন। বেহুরমতে ছায়্যেদিল মোরছালীন। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বিনীত

**মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর**

কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ


*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
*\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)*

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

# প্রচলিত ছয় উছুলী তাবলীগ জামাতের সূচনা

তাবলীগ জামাতের অনুসারীগণ প্রচার করেন, তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের তরিকা মত দ্বীনের কাজ করেন। অথচ তাবলীগ জামাতের সূচনা ও তরিকা কখন, কিভাবে শুরু হলো-তার সঠিক তথ্য তারা গোপন করেন। আসুন জেনে নেই তাবলীগ জামাত শুরু হওয়ার প্রকৃত ঘটনা ঃ- তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন, ভারতের নয়া দিল্লির মৌঃ ইলিয়াছ মেওয়াতি সাহেব। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত -এ পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমাদের ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। অথচ মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব পাঁচটি স্তম্ভ থেকে কালেমা ও নামাজ গ্রহণ করে বাকি তিনটিকে বাদ দিয়ে নতুন ভাবে অন্য চারটি বিষয় (এলেম ও জিকির, ইকরামুল মুসলিমীন, ছহী নিয়্যত এবং দাওয়াত) সংযোজন করে মোট ছয়টি উসূলের এক নব পদ্ধতির তাবলীগ জামাত আবিস্কার করেন।

এ ছয় উসূলের তাবলীগ জামাতের কথা স্বীকার করে চরমোনাই-এর পীর সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম-এর জীবনী গ্রন্থের ৭৮নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "হযরতজী ইলিয়াছ-এর সমগ্র জীবনের মেহনতের ফসল ছয় উসূলের দাওয়াত ও তাবলীগের জামায়াত একটি হকপন্থী দল, এতে সন্দেহ নেই। এ দাওয়াত ও তবলীগের কাজ যুগ যুগ ধরে ওলামায়ে দেওবন্দের নেতৃত্বেই চলে আসছে।"

**এ তাবলীগ জামাত তিনি কিভাবে পেলেন- উহা তার নিজের ভাষায় শুনুন-**

তিনি বলেন-"আজ কাল খাবের (স্বপ্নের) মধ্যে আমার অন্তরে ছহী ইলেম ঢেলে দেওয়া হয়। কাজেই আমার যেন ঘুম বেশী বেশী হয় সে জন্য তোমাদের চেষ্টা করা উচিৎ। খুশকীর দরুন আমি অনিদ্রায় ভূগতে ছিলাম। ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে মাথায় তৈল ব্যবহার করাতে এখন কিছুটা নিদ্রা হচ্ছে। **এই তাবলীগের তরীকা স্বপ্নের মাধ্যমেই আমার নিকট খোলা হয়েছে।** আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

এ আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর স্বপ্নের মাধ্যমেই আমার অন্তরে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ-(আয়াতের তাফসীর হল) হে উম্মতে মোহাম্মদী! **তোমাদেরকে আম্বিয়ায়ে**


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

কিরামদের মতই মানুষের উপকারের জন্য বের করা হয়েছে। বের করা হয়েছে এ শব্দের ভিতর ইশারা রয়েছে যে, এক জায়গায় জমিয়া বসে থাকলে জিম্মাদারী আদায় হবেনা। বরং মানুষের দ্বারে দ্বারে বের হতে হবে।" (মালফুজাত নং- ৫০)

নোটঃ- উর্দু মূল মালফুজাতের মধ্যে "হে উম্মতে মোহাম্মদী" এ উক্তিটি নেই। বরং শুধু আছে- تم مثل انبیاء علیهم السلام کے لوگوں کے واسطے ظاهر کئے گئے هو-

অর্থাৎ- **"তোমাকে (ইলিয়াছ সাহেব) আম্বিয়ায়ে কিরামদের মতই মানুষের জন্য বের করা হয়েছে"**। এ উক্তির কারণে অনেক হক্কানী আলেম এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব স্বপ্নের এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে নবী দাবী করার হীন প্রচেষ্টা করেছেন। (বিস্তারিত দেখুন তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং-৪৪-৪৮)।

**সুতরাং নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, প্রচলিত তাবলীগ জামাত ও তার কর্ম পদ্ধতি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের নয় ; বরং ইলিয়াছ সাহেবের স্বপ্নে প্রাপ্ত।**

অপরদিকে মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব আলোচ্য আয়াতের (স্বপ্নের আলোকে) যে ব্যাখ্যা করেছেন এ ধরনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে কোন তাফসীর কারক করেননি। সুতরাং তার এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় এবং বিশেষ করে তার এ ব্যাখ্যা "তোমাদেরকে আম্বিয়ায়ে কিরামদের মতই" এর মাধ্যমে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের সাথে অবমাননা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ কোন উম্মত নবীদের মত হতে পারে না। যেমন রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন-

اَيُّكُمْ مِثْلِى

অর্থাৎ-**"তোমাদের মধ্যে কে আছ আমার মত?"** অর্থাৎ-তোমাদের মধ্যে কেউ আমর মত নও। (মেশকাত শরীফ ১৭৫ নং পৃষ্ঠা) তিরমিজী শরীফ ২য় খন্ডের ৩ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন-

فَاِنِّى لَسْتُ كَاَحَدِكُمْ

অর্থাৎ- **"নিশ্চই আমি তোমাদের কারো মত নই।"** সুতরাং কোন উম্মতই নবীর মত হতে পারে না। নবীদের সাথে তুলনা করা হারাম।

আমাদের ধর্মে কোন বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন প্রচলন করতে হলে কোরআন, সুন্নাহ্,


*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
*\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)*

ইজমা ও কিয়াস ইত্যাদির আলোকেই করতে হবে। স্বপ্নে প্রাপ্ত এলেমের মাধ্যমে কোন বিধি বিধান নিয়ম-কানুন প্রচলন করা যাবে না। স্বপ্নের মাধ্যমে কেউ কোন নিয়ম-কানুন প্রচলন করলে উহা তার ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে গণ্য হবে। আমাদের ধর্মের বিধি বিধান হিসাবে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা।

## হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের তাবলীগের সাথে প্রচলিত তাবলীগের পার্থক্যের কিছু নমুনা ঃ

১। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের তাবলীগে ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত ছিল শুধু কাফের মোশরেকদের নিকট। আর প্রচলিত তাবলীগে ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয় মসজিদের মুসল্লিদের নিকট।

২। প্রচলিত তাবলীগ ছয় উছূল ভিত্তিক; কিন্তু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের তাবলীগে ছিল পাঁচ উছূল।

৩। প্রচলিত তাবলীগে গাশ্‌ত ও বিভিন্ন প্রকার চিল্লার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের তাবলীগে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

৪। প্রচলিত তাবলীগ জামাতের কর্মীরা তাদের থাকা খাওয়ার জন্য মসজিদকে ব্যবহার করছেন, অথচ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের তাবলীগে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিলনা।

৫। প্রচলিত তাবলীগে যে ধরনের বড় বড় সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, বিশেষ করে টঙ্গীর ইজতেমায় গেলে হজ্জের সওয়াব পাওয়া যায়। অথচ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের তাবলীগে এ ধরনের সওয়াবের কোন ঘোষণা ছিল না।

৬। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের তাবলীগের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতেন শুধুমাত্র দ্বীন সম্পর্কে বিজ্ঞজন, অথচ প্রচলিত তাবলীগে সাধারণ শিক্ষিত ও মুর্খ ব্যক্তিবর্গও দ্বীনের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করে থাকেন ইত্যাদি।

অনেকে প্রশ্ন করেন, তাবলীগ জামাতের অনুসারীগণ তো আমাদেরকে নামাজ, রোজা, অযু ও গোসল ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেন। তাদের বিরোধিতা করা হয় কেন? এর জবাবে বলতে চাই।


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## বিরোধিতার কারণ

প্রকৃত পক্ষে কোন মুসলমানই চাইবেনা যে, মানুষ নামাজ, রোজা, দোয়া-কালাম, অযু ও গোসল ইত্যাদি বিষয়ে জানা থেকে বঞ্চিত থাকুক এবং এ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়ার বিরোধিতা কেউ করেন না। তা হলে তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা কেন? তা অন্য কারণ। সে কারণগুলো হলো নিম্নরূপ-

তাবলীগ জামাতের অনুসারীদের এমন কিছু আক্বীদা ও আমল রয়েছে যেগুলো সঠিক ইসলামের পরিপন্থি। তারা মানুষদেরকে নামাজ, রোজা, অজু ও গোসল ইত্যাদি শিখানোর অন্তরালে তাদের ঐ ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার ও প্রসার করেন। এ কারণেই যারা তাদের বিরোধিতা করেন, তারা তাদের নামাজ, রোজা ও দোয়া-কালাম ইত্যাদি শিখানোর বিরোধিতা করেন না; বরং তাদের ভ্রান্ত ঐ মতবাদ প্রচারের বিরোধিতা করেন। তাদের ঐ ভ্রান্ত মতবাদের কিছু নমুনা পাঠকদের সুবিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

## "মালফুজাত" প্রসংগ

তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ ইলিয়াছ সাহেবের বাণী সম্বলিত "মালফুজাত" নামক একটি কিতাব রয়েছে। উক্ত মালফুজাতের অনুবাদক ও তাবলীগ জামাতের অনুসারীদের অন্যতম মুরুব্বি মৌঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ্ সাহেব "মালফুজাত" সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন-"পাঁচ মহাদেশের মুসলিম ও অমুসলিম শত শত রাষ্ট্রে আজ যে তাবলীগ ও ইসলামী দাওয়াতের নামে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ঘুরা ফিরা করছে ও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাড়া বিশ্ব মানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছে- তার মূলে একমাত্র প্রেরনাযোগ্য হচ্ছে হযরতজী (ইলিয়াছ সাহেব) এর এই কয়টি মালফুজাত"। (মালফুজাত পৃষ্ঠা নং-৩)।

<u>আসুন দেখা যাক- "মালফুজাতের" ভিতরে কি রয়েছে-</u>

১। উক্ত কিতাবের ৪২নং মালফুজাতে বলা হয়েছে -مسلمان دو ہی طرح کے ہوسکتے ہیں تیسری کوئ قسم نہیں یا اللہ کے راستے میں خود نکلنے والے ہوں یا نکلنے والوں کی مدد کرنے والے ہوں–


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অর্থাৎ-"মুসলমান দুই প্রকার। তৃতীয় কোন প্রকার নেই। প্রথমতঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় বাহির হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ যারা তাদের সাহায্য করবে"।

অর্থাৎ তাদের নিকট মুসলমান হওয়ার জন্য দুটি শর্ত একটি হলো তাবলীগ করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, অন্যটি হলো যারা তাবলীগ করার জন্য বের হবে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা। এদুটি কাজের মধ্যে যারা শরীক নেই তারা তাবলীগ মতবাদের দৃষ্টিতে মুসলমান নয়।

২। উক্ত কিতাবের ১৪০নং মালফুজাতে বলেন ঃ- "তাবলীগের কাজে তিন দিন দাও, পাঁচ দিন দাও অথবা সাত দিন দাও- এসব কথা এখন ছেড়ে দাও। **শুধু এ কথাই বলতে থাক যে, ইহাই একমাত্র রাস্তা,** যে যত বেশি করবে, ততই বেশি পাবে। এর কোন সীমা নাই শেষ নাই"। অর্থাৎ তার একথা দ্বারা বুঝাতে চাইলেন যে, প্রচলিত তাবলীগই একমাত্র সঠিক পথ।

সুতরাং যারা প্রচলিত তাবলীগ করে না, তারা কি মুসলমান নয়? এজন্যই কি তাবলীগের অনুসারীরা মসজিদে মসজিদে গিয়ে মুসল্লীদেরকে তাবলীগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, যাতে তারা প্রকৃত মুসলমান হতে পারে। একটু ভেবে দেখবেন কি?

৩। উক্ত কিতাবের ১১১ নং মালফুজাতে মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব বলেন, "আম্বিয়া আলাইহিচ্ছালামগণ যদিও মাছুম (বেগুনাহ), মাহফুজ (সংরক্ষিত) এবং এলেম ও শিক্ষা-দিক্ষা সরাসরি আল্লাহর তরফ হতে লাভ করেছেন- তথাপিও তাঁরা যখন সেই তালীম ও হেদায়াতের তাবলীগের জন্য সাধারণ তবকার লোকদের সাথে মিলামিশা করতেন তখন তাদের মোবারক ও নুরানী অন্তর সমূহে সেই **সাধারণ লোকদের অন্তরের ময়লা ও আবর্জনা প্রতিফলিত হত"।** এ উক্তি দ্বারা নবী আলাইহিমুস সালামদের প্রতি অবমাননা প্রকাশ পেয়েছে। নবীগণ তো অন্যের অন্তরের ময়লা দূর করেন।

* "মাকাতেবে ইলিয়াছ" নামক কিতাবের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় নবী আলাইহিমুস সালামদের শানে আর একটি অবমাননাকর উক্তি লিখা হয়েছে তা হল-"আল্লাহ তায়ালা যদি কোন কাজ গ্রহণ করতে না চান, তাহলে নবী আলাইহিমুস সালামগণও অনেক চেষ্টা করে সফল হন না। আর যদি আল্লাহ কোন কাজ গ্রহণ করতে চান, **তাহলে তোমাদের মতো এমন দূর্বল লোকদের (তাবলীগ অনুসারী) দ্বারাও এমন কাজ করাতে পারেন যা নবীদের দ্বারাও সম্ভব নয়"।** ( তথ্যসূত্র : তাবলীগী জামাত পৃষ্ঠা নং- ৪৮)।


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

৪। মৌঃ ইলিয়াছ সাহেবের মতে মাদ্রাসায় শিক্ষা দান এবং খানকায় ইলমে তাছাউফের চর্চা করার তুলনায় তাবলীগের কাজ অনেক উত্তম। এই জন্যই তিনি এ দুটি কাজ বর্জন করে তার তাবলীগের কাজে মনোনিবেশ করেন। (মালফুজাত নং-১৫৯ )

অথচ শতশত বছর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমেই আলেম তৈরী হচ্ছেন। যাদের জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে বিশ্বব্যাপি প্রসারিত করেছেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাই আলেম তৈরী হওয়ার একমাত্র কেন্দ্রস্থল। আর আলেমদের ব্যাপারেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ- আলেমগণই হচ্ছেন নবী আলাইহিমুস সালামদের উত্তরাধিকারী। (মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং-৩৪)

৫। মাদ্রাসা শিক্ষাকে অবজ্ঞা করে তিনি আরো বলেন- **"সরকারী ইউনিভার্সিটি (মাদ্রাসা) সমূহে যে মৌলভী, ফাজিল ইত্যাদি যে সব পরীক্ষা দেওয়া হয়, উহার অপকারীতা ও দ্বীনি বরবাদীর পুরোপুরি অনুভূতি আমাদের নাই।** এ সব পরীক্ষা সাধারণতঃ এ জন্য দেওয়া হয় যেন সরকারী স্কুল সমূহে চাকুরী মিলে যায়। কাফেরী হুকুমত নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে নেজামে তালিম বা শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত করেছে, সেই কাফেরী নেজামের সাহায্যকারী হিসারে ব্যবহৃত হবার জন্য এ সব পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে"।

তিনি আরো বলেন- **"এ সব পরীক্ষার উছিলায় এলমে দ্বীনের সম্পর্ক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পরিবর্তে কাফের ও কাফেরদের হুকুমতের দিকে করা হয়। কাজেই ইহা বড়ই বিপদ সংকুল বিষয়"**। (মালফুজাত নং-৮)

৬। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন-অধিকাংশ দ্বীনি মাদ্রাসার ইহা একটি মারাত্মক ত্রুটি যে, ছাত্রদিগকে পড়িয়ে তো দেওয়া হয়, কিন্তু পড়বার ও পড়াবার যাহা মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ-দ্বীনের খেদমত ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত, (প্রচলিত তাবলীগ) তারা পড়া শেষ করে যেন উহাতে লেগে যায় এ দিকে উৎসাহ দেয়া হয় না। (মালফুজাত নং-৭)।

৭। তিনি পবিত্র কোরআন ও বুখারী শরীফ শিক্ষার চেয়ে তাবলীগের কাজে বের হওয়ার গুরুত্ব বেশি দিয়ে বলেন- "তোমরা (তাবলীগের কাজে) বের হলে অমুক আলেমের বোখারী ও দরছে কোরআনের কোন ব্যাঘাত হবে না বরং তোমরাও সেই দরছের সওয়াব পাইবে। (মলফুজাত নং ৪২)।

৮। মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব তার তাবলীগ জামাতের কর্মী/মুবাল্লিগদের উদ্দেশ্যে বলেন, **"তোমরা তাদের (হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের) নিকট সরাসরি এ**


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

কাজের (তাবলীগের) দাওয়াত দিবে না"। কারণ হিসেবে তিনি বলেন- "তোমরা তাবলীগের আসল গুরুত্ব ভলভাবে বুঝিয়ে তাদেরকে নিশ্চিত করতে পারবেনা যে, তাদের অপরাপর দ্বীনি কর্মকান্ডের তুলনায় তোমাদের এ কাজ অধিক উপকারী। তাঁরা তোমাদের কথা মানবেনা। আর যখন তাঁরা একবার না করে দেবেন, কখনো এটা হ্যাঁ করা সম্ভব হবে না। অতঃপর এর আরো একটি খারাপ ফলাফল এও দাড়াতে পারে যে, তাদের ভক্ত অনুরক্তগণও তোমাদের কথা শুনবেনা। আর এও সম্ভব যে, তোমাদের মধ্যে দুদোল্যমান অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং তাদের খেদমতে শুধু মাত্র ফায়েদা হাসিলের উদ্দেশ্যে যাবে। কিন্তু তাঁদের চুতুস্পার্শ্বে অধিক মেহনতের মাধ্যমে তাবলীগের কাজ করতে হবে"। (উর্দু মালফুজাত নং-২৯)।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! এ কেমন তাবলীগ-যার দাওয়াত হক্কানী ওলামায়ে কেরামদের নিকট দিতে জোরালোভাবে নিষেধ করা হচ্ছে। তাবলীগের মূখ্য উদ্দেশ্য যদি প্রকৃত ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়, তাহলে এটা এমন কি জটিল ও কঠিন বিষয়ে পরিনত হলো যে, হক্কানী ওলামায়ে কেরাম এর গুরত্ব বুঝে উঠতে পারবেন না। আর তাবলীগের উপকারিতাটুকু হক্কানী আলেমদেরকে বুঝাতে অক্ষম এমন অযোগ্য ব্যক্তিই বা কেন মুবাল্লিগের দায়িত্ব পালন করবে? তাবলীগের আসল উদ্দেশ্য যদি ইসলাম হয়, তাহলে হক্কানী ওলামায়ে কেরামরাই তো সবার চেয়ে বেশি বুঝবেন। সুতরাং, পাঠকবৃন্দ গভীর মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করুন। তাবলীগের স্বরূপ উন্মোচনে সচেষ্ট হোন।

৯। তিনি আলেমদের ব্যাপারে আরো বলেন- "যদি কোথাও দেখা যায় যে, সেখানে ওলামা ও বুজুর্গানে দ্বীন এই তাবলীগি কাজের প্রতি সহানুভূতির সহিত দৃষ্টিপাত করেন না, তবে তাদের প্রতি অন্তরে বিন্দুমাত্র বদগুমান পোষণ করিবে না; বরং এ কথা বুঝতে হবে যে, এ সব বুজুর্গানের উপর এ কাজের পুরা হাক্বীক্বত এখনো প্রকাশ পায় নাই। ইহাও বুঝা উচিৎ যে, যেহেতু তাঁরা দ্বীনের খাছ খাদেম তাই শয়তান আমাদের চেয়ে তাদের বড় শত্রু"। (মালফুজাত নং-৩০)।

অর্থাৎ- তিনি বুঝাতে চাইলেন, শয়তান তাদের এ কাজে আসতে এবং তার হাক্বীক্বত বুঝতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কত বড় আলেম বিদ্বেষী কথা!

* আলেমদের প্রতি তাদের আরো একটি অবমাননা কর প্রচলিত নীতিঃ

তাবলীগ জামাতের একটি কর্মনীতি এই যে, মুর্খ লোক তিন চিল্লা দিলে জামাতের


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

আমীর হতে পারেন, কিন্তু আলেমগণ সাতচিল্লা না দিলে জামাতের আমীর হতে পারেন না।

১০। তাদের উপরোক্ত এ সমস্ত বক্তব্যের কারণে ওলামায়ে কেরাম তাবলীগ জামাতের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ইলিয়াছ সাহেবের নিজ জবান থেকেই শুনুনঃ

"একবার তিনি আক্ষেপ করিয়া (মৌঃ মঞ্জুর নোমানীকে লক্ষ্য করে) বলেন, মাওলানা! ওলামায়ে কেরাম আমার কাজের দিকে আসতেছেন না। আমি কি করব? হায়! আমি কি করব? আমি বললাম- হযরত! সকলেই এসে যাবে; আপনি দোয়া করতে থাকুন। তিনি বললেন- আমি তো দোয়াও করতে পারতেছিনা। তোমরাই দোয়া কর"। (মালফুজাত নং-৬০)।

১১। তিনি তাবলীগ জামাতের লোকদের মধ্যে এলেম ও জিকিরের স্বল্পতা স্বীকার করে বলেন-"আমাদের তাবলীগের মধ্যে এলেম ও জিকিরের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। এলেম ব্যতিত না আমল হতে পারে, না আমলের পরিচয় মিলে। আর জিকির ব্যতিত এলেমের মধ্যে নূর থাকে না; বরং শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার মাত্র। কিন্তু তাবলীগ ওয়ালাদের মাধ্যে ইহার বড় অভাব। অবশেষে তিনি আরো বলেন-"এলেম ও জিকিরের স্বল্পতার দরুন আমি ব্যথিত, আর এ জন্য যে, এখন পর্যন্ত আহ্‌লে এলেম ও আহলে জিকির এ কাজে লাগেন নাই। এ সব ওলামা ও পীর সাহেবান যদি এ কাজ হাতে নিতেন, তবে এ কমি আর থাকতনা। কিন্তু আফসোস! তারা এখন পর্যন্ত খুব কমই লাগিয়াছেন"। (মালফুজাত নং ৪১)

মৌঃ ইলিয়াছ সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, আলেম সমাজ ও পীর মাশায়েখগণ বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসায় এবং ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে এলমে দ্বীন ও ইসলাম প্রচারের যে খেদমত করতেছেন এবং যুগ যুগ ধরে এলেম ও ইসলাম প্রচার এর মাধ্যমেই হয়ে আসছে, উহা তাবলীগের (ইসলাম প্রচারের) কাজ নয়। ইহা আলেম সমাজের প্রতি এক জঘন্য মিথ্যাচার। আলেম সমাজ ও পীর মাশায়খদের উপরোল্লেখিত খেদমত তার (ইলিয়াছ সাহেব) মতে তাবলীগের কাজ হবে কিভাবে? যেহেতু আলেম সমাজ ও পীর মাশায়েখগণ তার প্রচলিত নিয়মে (হাঁড়ি, পাতিল, কাঁথা, বালিশ, লোটা-ঘটি ইত্যাদির বোঝা মাথায় নিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে মসজিদকে থাকা খাওয়ার স্থান বানিয়ে অমুসলিমদের কাছে না গিয়ে শুধু মসজিদের


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

মুসল্লিদের কাছে) তাবলীগ করেন না। কারণ তিনি ঘোষণাই করেছেন "ইহাই (তার প্রচলিত নিয়মে তাবলীগ করা) একমাত্র রাস্তা"। (মালফুজাত নং-১৪০)।

১২। মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব তাবলীগী আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে বলেন-

**"আমাদের এ তাবলীগী আন্দোলন দুশমনকে খোশ করে ও দোস্তকে নাখোশ করে, যার মন চায় আসতে পারে"।** (মালফুজাত নং-১৮০)।

প্রিয় পাঠক মহল! তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতার উপরোক্ত বক্তব্য নিয়ে একটু চিন্তা করুন এবং বলুন-এটা কেমন তাবলীগী আন্দোলন? যা ইসলামের দুশমনদের খুশি করে এবং ইসলামের বন্ধুদেরকে নাখোশ করে?

এজন্যই মনে হয় ইলিয়াছ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাত বৃটিশ সরকারের পক্ষ হতে আর্থিক সাহায্য পেত। যেমন জমিয়তে ওলামায়ে দেওবন্দ-এর মহাসচিব মৌঃ হেফজুর রহমান সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে, **"মৌঃ ইলিয়াছ -এর তাবলীগী আন্দোলন প্রথমদিকে হুকুমতের (বৃটিশ সরকারের) পক্ষ থেকে হাজী রশীদ আহমদের মাধ্যমে কিছু টাকা পেত। পরে বন্ধ হয়ে গেছে"।** (মোকালামাতুস সাদারাইন, পৃষ্ঠা নং-৮ দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত) (তথ্যসূত্র : তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং ৯৯)।

১৩। মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব তাদের ছয় উছুলের মধ্যে যাকাতকে শুধু বাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি-বরং যাকাতের মতো একটি ফরজ স্তম্ভকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। যেমন তিনি বলেন- "যাকাতের মর্যাদা হাদিয়ার নিম্নে, এ কারণেই হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য সদকা হারাম ছিল-হাদিয়া হারাম ছিলনা। যদিও যাকাত ফরজ আর হাদিয়া মোস্তাহাব"। (মালফুজাত নং-৫১)।

তার এ দাবীটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কারণ যাকাত দেওয়া প্রত্যেক মালিকে নেসাবের উপর ফরজ। আর হাদিয়া মোস্তাহাব। কোন মোস্তাহাব কাজ ফরজ কাজ হতে শ্রেষ্ঠ হওয়াতো দুরের কথা- ফরজের সমকক্ষও হতে পারেনা। যেমন রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ-

অর্থাৎ "আমার বান্দার জন্য আমার নৈকট্য লাভ করতে সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

ইহাই-যাহা আমি তার উপর ফরজ করে দিয়েছি"।

(বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৯৬৩)।

১৪। মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব নামাজের চেয়ে তাবলীগের গুরুত্ব বেশী দিয়ে বলেন যে, "দ্বীনের দাওয়াতের গুরুত্ব আমার নিকট বর্তমানে এতো জরুরী যে, যদি কোন ব্যক্তি নামাজেরত অবস্থায় দেখে যে, একজন নতুন মানুষ আসছে এবং ফিরে যাচ্ছে। পুনরায় তাকে পাবার সম্ভবনা নেই, তবে আমার মতে মধ্যখানে নামাজ ভেঙ্গে ঐ ব্যক্তির সাথে দ্বীনি কথাবার্তা সেরে নেয়া উচিৎ। ঐ ব্যক্তির সাথে কথা সেরে অথবা তাকে অপেক্ষা করতে বলে নিজের নামাজ পুনঃ পড়া উচিৎ।

(উর্দু মালফুজাত নং- ২০৯)।

অথচ কারো সাথে দ্বীনের কথা বলার উদ্দেশ্যে নামাজ ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি শরিয়তে নেই। এটি একটি শরিয়ত পরিপন্থী মনগড়া কথা। তাহলে কি তাবলীগের কর্মীরা নামাজরত অবস্থায় এ খেয়ালে থাকবে যে, কোন নতুন মানুষ এসে ফিরো যাচ্ছে কিনা? নামাজের মধ্যে (خُشُوْعٌ خُضُوْعٌ) একাগ্রতা না থাকলে কি নামাজ হবে?

## "রাহ্বর" প্রসঙ্গ

তাবলীগ জামাত অনুসারীদের "রাহ্বর" নামক একটি কিতাব রয়েছে। যা তাবলীগ জামাতের মুবাল্লিগদের ঈমান হেফাযতের জন্য রচনা করা হয়েছে। যার প্রাপ্তিস্থান দেওয়া হয়েছে- (বাংলাদেশের তাবলীগ জামাত অনুসারীদের মূল কেন্দ্রস্থল) ঢাকা কাকরাইল মসজিদ। সেখান থেকে এ কিতাব সমস্ত দেশে বিতরণ করা হয়। উক্ত কিতাবের প্রশংসামূলক অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান খারিজী ও তাবলীগী আলিমগের অন্যতম মুরব্বী ও চট্টগ্রাম হাট হাজারী খারেজী মাদ্রসার মহা পরিচালক মুফতী আহমদ শফি সাহেব বলেন- "আমি মুহতারাম ক্বারী আব্দুর রহমান সাহেব প্রণীত রাহবর নামক পুস্তকটির বিভিন্ন অধ্যায়ে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি। মা'শা আল্লাহ পুস্তকটি উল্লেখিত বিষয়ে অন্যতম অদ্বিতীয় যা প্রশংসার দাবি রাখে। লেখক বিদআত সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্যাবলী সংগ্রহ ও একত্রিত করেছেন। অবশ্যই সুন্নাত বিদ'আতের জ্ঞান অর্জনে অনন্য দাম্বেয়।

দুআ করি যেন আল্লাহ পাক লেখককে আরো অনেক দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক্ব দান করেন এবং উক্ত পুস্তকটিকে সর্বস্তরের মানুষের উপকারার্থে কবুল


*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
*\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)*

(সমাদৃত) করেন এবং এটাকে লেখকের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন! আমীন!!" (রাহবর, পৃষ্ঠা নং- "ছ")

উক্ত কিতাবের প্রশংসায় আরো অনেক খারেজী আলেম বিশেষকরে খারেজী ওহাবীদের অন্যতম গুরু চট্টগ্রামের মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেব-এর বিশিষ্ট খলিফা মুফতি মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও মুফতি ইব্রাহিম খান এদের অভিমতও রয়েছে।

**আসুন দেখি "রাহ্‌বর" কিতাবে কেমন ঈমান হেফাযত করা হয়ঃ**

১। উক্ত কিতাবের ২৫ নং পৃষ্ঠায় মিলাদ প্রসংগে লিখা হয়েছে- **"পাক ভারত উপমহাদেশের কতিপয় মুসলিমগণ সারা বৎসর বিশেষ করে রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে ঘরে ঘরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অফিস আদালতে এবং মসজিদ মহল্লায়- তথা সর্বত্র মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে থাকেন, এই রুসম ও রেওয়াজের বৈধতা কুরআন ও হাদিসের কোথাও পাওয়া দুস্কর।** কেননা, খায়রুল কুরুন-এর যুগ সহ সুদীর্ঘ ৬০০ বৎসর-এর মধ্যে এই মিলাদ নামক কথিত পুন্যানুষ্ঠানের নাম নিশানাও পৃথিবীর বুকে ছিলনা। **ইহা ধর্মের মাঝে ইবাদতের নামে নতুন আবিস্কার বিধায় সম্পূর্ণ বিদ'আত এবং নাযায়েজ।যদি কেউ সওয়াব মনে করে উক্তরূপ আমল করেন-যার শরয়ী কোন ভিত্তি নেই, বিদ'আত করার জন্য নিশ্চয়ই তিনি গুনাহ্‌গার হবেন"।**

২। উক্ত কিতাবের ২৯ নং পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে। **"যেহেতু ইসলামে মিলাদের কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং ক্বিয়ামের কোন প্রশ্নই আসেনা"।**

এ জন্যই আমরা দেখি- যে সমস্ত মুর্খ লোক পূর্বে মিলাদ ও ক্বিয়াম আদায় করতেন- তারা তাবলীগ জামাতে যোগ দিয়ে দুই তিন চিল্লা আদায় করে মিলাদ ও ক্বিয়ামের বিরুদ্ধে হারাম, নাজায়েজ ও বিদ'আত ইত্যাদি ফতোয়া জারি করেন। ইহাই হল তাবলীগ জামাতের ঈমান হেফাযত।

এখানে মিলাদ ক্বিয়ামের বৈধতার পক্ষে আমি কিছু লেখতে চাইনা। এর বৈধতা প্রমাণে আমার লিখিত "ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ" নামক গ্রন্থ এবং বিশ্বব্যাপী আরো শত শত কিতার রয়েছে। প্রয়োজন হলে পড়ে দেখুন। শুধু একথা বলতে চাই- উক্ত কিতাবের লেখক মিলাদ কিয়াম নাজায়েজ হওয়ার কারণ হিসাবে বলতে চেয়েছেন যে, উহা (প্রচলিত মিলাদ কিয়ামের অনুষ্ঠান) ৬০০ হিজরী পর্যন্ত প্রচলিত ছিলনা। তিনি উক্ত কিতাবের ২৭ নং পৃষ্ঠায়


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

স্বীকার করেছেন ৬০৪ হিজরী থেকে প্রচলিত নিয়মে মিলাদ ক্বিয়াম সর্ব প্রথম শুরু হয়। সুতরাং বুঝা গেল, মিলাদ কিয়াম বর্তমান সময় থেকে ৮২২ আটশত বাইশ বৎসর পূর্ব থেকে প্রচলিত। ইহা ইসলামের ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তারা এই ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিতে চায়।

আর বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ জামাতের বয়স একশত বৎসরও পূর্ণ হয়নি। যা শুরু হয়েছে ইলিয়াছ সাহেবের স্বপ্নে পাওয়ার মাধ্যমে ১৩৪৪হিজরীতে প্রায় ৮২ বৎসর পূর্ব থেকে।

সুতরাং তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে আমল পৃথিবী ব্যাপী ৮ শত বৎসরের বেশী সময় ধরে প্রচলিত হয়ে আসতেছে উহা তাদের নিকট বিদআত নাজায়েজ হয়ে গেল। আর তাদের প্রচলিত তাবলীগ জামাত শুধুমাত্র ৮২ বৎসর ধরে প্রচলিত- উহা তাদের নিকট বিদ'আত ও নাজায়েজ নয়। এটা আবার কেমন বিচার? বিদ'আতের হুকুম জারি করতে হলে সর্বপ্রথম প্রচলিত তাবলীগ জামাতের উপর করতে হবে। কারণ মিলাদ ক্বিয়াম শুরু হওয়ারও প্রায় ৭শত বৎসর পরে এই প্রচলিত নিয়মের তাবলীগ জামাত শুরু হয়েছে। সুতরাং ইহাই বড় বিদ'আত।

বাংলাদেশের তাবলীগ অনুসারীদের অন্যতম গুরু ও মৌঃ আশরাফ আলী থানবী সাহেবের খলিফা শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব স্বীয় তাসাউফতত্ত্ব গ্রন্থের ৪১ নং পৃষ্ঠায় মিলাদ ক্বিয়ামকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং তিনি আরো লিখেছেন যে, **"রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বসে বসে সালাম দেওয়া বেয়াদবী বরং ক্বিয়াম করে সালাম দেওয়াই উত্তম আদব"**।

৩। উক্ত রাহবার কিতাবের ৩৩ নং পৃষ্ঠায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধিতা করে লিখা হয়েছে-**"এছাড়া (দু'টো ঈদ) অপর কোন তৃতীয় ঈদ উৎসবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কুরআন হাদিস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে দুস্কর।"** উক্ত কিতাবের ৩৫ নং পৃষ্ঠায় আরো লিখা হয়েছে **"তাঁর** (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **ওফাত দিবসে কি করে ঈদে মিলাদুন্নবী নামে আনন্দ জন্য উৎসব পালন করা হয়? এটা নবীর সাথে মহব্বত- না ঠাট্টা বিদ্রুপের পরিচায়ক? এহেন ঘৃণিত কাজ কোন আশেকের জন্য কি শোভা পায়?"** অর্থাৎ-তাদের নিকট পাবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করা নাজায়েজ ও ঘৃণার কাজ। অথচ অলী আল্লাহ ও যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম-মুহাদ্দেসগণের নিকট তা পালন করা উত্তম ও সাওয়াবের কাজ।


Bangladesh Anjuman Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

৪। উক্ত কিতাবের ৪৬ নং পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে-"বর্তমানে সুরা হাশরের জামাত, (ফজর বা অন্য নামাজের পর ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার যে প্রচলন রয়েছে) দরূদ পাঠের জামাত, মিলাদের জামাত এবং তালে তালে পাঠ করার জন্য ইমাম নিযুক্ত করে জিকিরের জামাত-ইত্যাদি চালু আছে। কিন্তু খাইরুল কুরুনের যুগে নফল ইবাদাতের জন্য এরূপ এলান করে কোন জামাত করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রমাণ ও ভিত্তিহীন হওয়ার সুবাদে ইহা বিদ'আত ও চরম গোমরাহী"।

তাবলীগ অনুসারী ভাইদের নিকট আরজ! আপনাদের ন্যায় দল বেধে হাড়ি, পাতিল, কাঁথাবালিশ- ইত্যাদি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে মসজিদে মসজিদে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাবলীগ করার প্রচলন কি খাইরুল কুরুনের যুগে ছিল? না- কখনো ছিল না। তা হলে প্রচলিত এ তাবলীগ কি চরম গোমরাহী ও বিদ'আতী কাজ নয়?

প্রিয় পাঠক মহল! একটু চিন্তা করে দেখুন! তাবলীগ অনুসারীদের দৃষ্টিতে খাইরুল কুরুনের (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবী ও তাবেয়ীন এই তিন যুগ) যুগে যে আমলের রেওয়াজ ছিলনা- উহা নতুন করে পালন করা চরম গোমরাহী ও নাজায়েজ। কিন্তু তাদের এ প্রচলিত তাবলীগের নিয়ম খাইরুল কুরুন তো দুরের কথা-ঐ যুগেরও হাজার বছর পর তা শুরু হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের গোমরাহী ও নাজায়েজ হওয়ার ফতোয়া নেই। শুধু ফতোয়া হল, মিলাদ-ক্বিয়াম, উরস ও ফাতেহা ইত্যাদি যা আমরা সুন্নী জনগণ শত শত বছর ধরে পালন করে আসতেছি তার ব্যাপারে।

৫। উক্ত কিতাবে পীর মাশায়েখদের হাতে বয়াত হওয়ার বিষয়কে কটাক্ষ করে লিখা হয়েছে- "আমরা সকলেই আল্লাহ তা'য়ালার খরিদা গোলাম। তাই আলমে আরওয়াহ বা রূহের জগতে মনিবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেছি। **সুতরাং আমরা কোন পীরের নিকট বাইয়াত হই নাই এবং কোন পীরের প্রতিনিধিত্বও করি না। আমরা আল্লাহর নিকট বাইয়াত হয়েছি এবং তারই প্রতিনিধি।** আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "অবশ্যই আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাব" উক্ত আয়াতের কোথাও আল্লাহ তায়ালা একথা বলেননি যে, বাংলাদেশে আমি আমার প্রতিনিধি পাঠাবো। **অথচ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে তথা সর্বত্র পীরের ভক্ত ও মুরীদের ছড়াছড়ি। পীর ছাহেব তার ভক্তদের নিয়ে বিদ'আতী তরিকায় এক সঙ্গে যিক্‌র আজ্‌কার করার জন্য দু'একজনকে খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।** তারা হলেন বাংলাদেশেস্থ


Bangladesh Anjuman Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

শুধু পীর সাহেবের খলিফা, বাহিরের নয়। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তো আমাদেরকে পীরের খলিফা করে পাঠান নাই এবং শুধু বাংলাদেশের খলিফা নিযুক্ত করেননি -বরং আমরা হলাম আল্লাহর খলিফা। তিনি আমাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য খলিফা নিযুক্ত করেছেন। **এখন যার খুশি আল্লাহর খলিফা হয়ে বিশ্বময় মেহনত করুক অথবা আপন খুশিতে পীরের খলিফা হয়ে শুধু বাংলাদেশের সীমিত অঞ্চলে বিদ'আতী তরিকায় মেহনত করুক।** (পৃষ্ঠা নং -৬০)।

৬। উক্ত কিতাবে ৬২ নং পৃষ্ঠায় উছিলা সম্পর্কে লিখেছে ঃ-"কোন পীর উছিলা নয়"।

৭। ইলমে তাসাউফ বা মা'রেফাতের বিষয়ে মন্তব্য করতে যেয়ে উক্ত কিতাবের ৭০ নং পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে-

"ইলমে তাসাউফ বা মা'রিফাত কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়নি এবং তা কোন কিতাবের পৃষ্ঠায়ও পাওয়া যাবেনা। যদিও বর্তমানে আমাদের দেশে সে সম্বন্ধে অনেক কিতাবাদি দৃষ্টি গোচর হয়- কিন্তু উহা সাহাবায়ে কিরামদের যুগে ছিলনা। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইল্‌মে মা'রেফাত ও তাসাউফের জন্য সাহাবায়ে কিরামদেরকে তাঁদের জান ও মাল সহকারে হিজরত করিয়েছেন এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত এই তিন বিষয়ে দাওয়াত প্রদান করেছেন। হিজরত আর দাওয়াতের মধ্যেই ঈমান, ইলমে মা'রিফত ও ইলমে তাসাউফ নিহিত আছে"।

৮। উক্ত কিতাবে পীর মাশায়েখ ও আওলিয়া কিরামের মাজারের প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে যেয়ে লিখা হয়েছে ঃ-

**"পীর সাহেবের প্রশংসা করলে পীরের ইয়াকীন অন্তরে স্থান পাবে। মাজারের মহত্ব বর্ণনা করতে থাকলে মাজরের ইয়াকিন অন্তরে বিদ্ধ হবে। কিন্তু সকল প্রশংসার মালিক হলেন আল্লাহ্। আল্লাহ্ ব্যতিত প্রশংসার অধিকারী কেউ নয়।** (পৃষ্ঠা নং - ৭৫)

৯। এ বিষয়ে আরো লিখা হয়েছে **"মাজারের প্রশংসা করতে গিয়ে কবরস্থ ব্যক্তিকে আল্লাহর আসনে বসানো হয়। পীরের গুনকীর্তন করতে যেয়ে পীর সাহেবকে আল্লাহর আসনে বসানো হয়েছে। এমন অনেক নামধারী পীরও আছেন-যারা নবী (আঃ) এর প্রশংসা করতে গিয়ে নবীকেও আল্লাহর আসনে বসাতে ত্রুটি করেন না"।** (পৃষ্ঠা নং ৭৬)।

উপরোল্লেখিত বক্তব্য সমূহের মাধ্যমে পীর মাশায়েখ ও আওলিয়ায়ে কেরামদের চরম অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই- বর্তমানে তাবলীগ


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অনুসারী ভাইয়েরা কোন পীর মাশায়েখদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে ইলমে তাসাউফ অর্জন করতে চাননা। অথচ শতশত বছর ধরে ইলমে তাসাউফ অর্জন করার মাধ্যম হিসাবে আওলিয়ায়ে কিরামদের হাতে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতিই চালু রয়েছে। এমন কি- প্রচলিত এ তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ ইলিয়াছ সাহেবও ইলমে তাসাউফ অর্জন করার জন্য মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তা হলে কি ইলিয়াছ সাহেবও তাসাউফ অর্জন করার জন্য বেদ'আতী তরিকা গ্রহণ করেছিলেন? আলোচ্য কিতাবের প্রশংসায় অভিমত দানকারীদের মধ্যে অন্যতম হল মুফতি আহমদ শফি, তার পরিচয় দিতে গিয়ে আলোচ্য কিতাবে লিখা হয়েছে- তিনি মৌঃ হোসাইন আহমদ মাদানীর অন্যতম খলিফা ছিলেন এবং অভিমতদানকারী মুফতি মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও মুফতি ইব্রাহিম খান, তাদের পরিচয়ে লিখা হয়েছে- তারা মৌঃ ফয়জুল্লাহর অন্যতম খলিফা ছিলেন। সুতরাং তাহলে কি এই কিতাবের পক্ষে অভিমত দানকারী ব্যক্তিবর্গ নিজেরাই বিদআতী তরীকায় তাসাউফ চর্চায় লিপ্ত রয়েছেন?

## প্রচলিত তাবলীগ জামাতের মুখ্য উদ্দেশ্য ঃ-

### থানবী সাহেবের শিক্ষা ব্যাপক প্রচার করা।

তাবলীগের অনুসারীগণ যদিও প্রচার করেন যে, তারা মানুষদেরকে দোয়া- কালাম, অযু-গোসল, নামাজ ও রোজা ইত্যাদি শিক্ষা দেন। কিন্তু তাবলীগ অনুসারীদের আসল উদ্দেশ্য হলো তাদের মুরব্বি তথা মৌঃ আশরাফ আলী থানবীসহ, মৌঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌঃ খলিল আহমদ আম্বেটি, মৌঃ কসেম নানুতুবি, মৌঃ ইসমাইল দেহলভী প্রমুখদের আক্বিদা ও এলমের প্রচার করা।

যেমন ঃ- তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ ইলিয়াস সাহেব বলেন- **"হযরত থানবী বহুত বড় কাজ করে গিয়েছেন, আমার অন্তর চায় তা'লীম হবে তার-আর তাবলীগের তরীকা হবে আমার। এভাবে তার তা'লীম (শিক্ষা) যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে"। (মালফুজাত নং ৫৬)।**

তিনি এ প্রসংগে আরো বলেন, **"তার** (আশরাফ আলী থানবী) **রুহ মোবারকের খুশী বৃদ্ধি করবার সর্বোত্তম পন্থা হলো হযরতের সঠিক শিক্ষা ও উপদেশ সমূহের উপর নিজেরা একাগ্রচিত্তে আমল করা ও অধিক পরিমাণে প্রচার করা"** (মালফুজাত নং-৭৫)।

প্রিয় পাঠক মহল! আসুন দেখি, মৌঃ আশরাফ আলী থানবীসহ তাদের অন্যান্য মুরুব্বীদের এলেমের (শিক্ষার) কিছু নমুনা।


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

# মৌঃ আশরাফ আলী থানবী সাহেবের এলেমের (শিক্ষার) কিছু নমুনা

১। দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিশে শুরার সদস্য মৌঃ আহমদ সাঈদ আকবরাবাদী তার "মাসিক বোরহান" দিল্লি পত্রিকায় থানবী সাহেব সম্পর্কে লিখেন, ব্যক্তিগত বিষয়াবলীতে সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা দেখেও না দেখার ভান করার চরিত্র মৌলানার (থানবীর) মধ্যে ছিল। তার প্রমাণ এ ঘটনা থেকে মিলে। একদা তার মুরীদ মৌলানার কাছে লিখল যে, "আমি রাত্রি বেলায় স্বপ্ন দেখলাম যে,আমি শুদ্ধ ভাবে কালিমায়ে শাহাদাৎ উচ্চারন করতে খুব চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রত্যেক বারই এভাবে উচ্চারিত হলো।

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْرَفُ عَلِى رَسُوْلُ اللّٰهِ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রাসুলুল্লাহ)

মৌঃ আহমদ সাঈদ এতে মন্তব্য করে বলেন, অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ইহার পরিস্কার ও সোজা জবাব ছিল এ কথা বলা যে, এটা কুফুরী কালেমা, শয়তানের ধোকা, ও নফসের প্রতারনা। তুমি তাড়াতাড়ি তওবা করো এবং ইস্তেগফার করো। কিন্তু থানবী সাহেব এ ধরনের কোন উত্তর না দিয়ে শুধু এতটুকু বলে শেষ করলেন যে,

تم کو مجھ سے غایت محبت ھے یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ اور ثمرہ ھے

**অর্থাৎ "আমার প্রতি তোমার মহব্বত খুব বেশী, এসব তারই ফল"**। (মাসিক বোরহান ফেব্রুয়ারী ১৯৫২) (তথ্যসুত্র : তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং ৫৫, ৫৬)

থানবী সাহেবের উক্ত মুরীদ চিঠিতে আরো উল্লেখ করেন "অতঃপর আমি ঘুম থেকে জেগে গেলাম এবং জাগ্রত অবস্থায় এ ভুল দুরীকরনার্থে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পড়তে শুরু করি কিন্তু এখনো পড়িতে থাকি

اَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا اَشْرَفِ عَلِى

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নাবিয়্যিনা আশরাফ আলী।)

অথচ আমি জাগ্রত কিন্তু আমি বে এখতিয়ার বাক শক্তি আমার আয়ত্বাধীন নহে"।

ইহার উত্তরে থানবী সাহেব বলেছিলেন-


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

اس واقعة میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے -

অর্থাৎ "এ ঘটনায় এ কথার সান্তনা নিহিত যে,তুমি যার প্রতি মনোযোগী (থানবী) তিনি আল্লাহ তা'আর সাহায্য ক্রমে সুন্নতের অনুসারী।" (রেসালায় আল এমদাদ)

(তথ্যসুত্র : তাবলীগী জামাত পৃষ্ঠা নং- ৫৭, তাবলীগ দর্পন পৃষ্ঠা নং ৫৬।)

প্রিয় পাঠক মহল! চিন্তা করে বলুন! এ সমস্ত কুফুরী কথার জবাবে থানবী সাহেব যা বলেছেন তা কতটুকু শরিয়ত সম্মত হয়েছে।

২। এবার উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা সম্পর্কে থানবী সাহেবের মনোভাব লক্ষ্য করুন-

থানবী সাহেব বৃদ্ধ বয়সে প্রথম স্ত্রীর বর্তমানে একজন অল্প বয়স্কা যুবতী মুরীদনিকে বিবাহ করেন। থানবী সাহেবের ভাই তার নিকট পত্র মারফত জানতে চাইলেন যে, তিনি কি কারণে এ বৃদ্ধ বয়সে প্রথম স্ত্রীর অন্তরে আঘাত হানলেন? তদুত্তরে থানবী সাহেব যা লিখেছেন তার কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করছি ঃ

**"একজন নেককার লোক কাশফ দ্বারা জানলেন যে, আমার গৃহে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা আগমন করেছেন। ইহা আমার নিকট প্রকাশ করা মাত্রই আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি অল্প বয়স্কা কুমারী নারীর অধিকারী হব। কারণ হুজুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা কে বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৫০ বৎসর এবং হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা অল্প বয়স্কা ছিলেন। সে ব্যাপার এখানেও খাটিবে"।**

(রেসালায় আল এমদাদ, তথ্যসূত্র : তাবলীগ দর্পন পৃষ্ঠা নং ৫৭)

আলোচ্য ঘটনার দ্বারা উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা-এর প্রতি চরম বেয়াদবী প্রকাশ পেয়েছে।

৩। রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েব সম্পর্কে থানবী সাহেব তার রচিত "হিফজুল ঈমানের" ১৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

ایسا علم غیب تو زید وعمر وبلکہ ہرصبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات وبہائم کیلئے بھی حاصل ہے


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অর্থাৎ- **"রাসুলের যে এলমে গায়েব আছে এমন এলমে গায়েব তো যায়েদ, ওমর বরং সমস্ত শিশু, পাগল এবং সমস্ত জীব জানোয়ার ও চতুস্পদ জন্তু (গরু, ছাগল, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি) সবার মধ্যেই আছে।"** (নাউযুবিল্লাহ)।

থানবী সাহেবের এ উক্তির মাধ্যমে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মারাত্মক বেয়াদবী মুলক আচরন করা হয়েছে।

৪। থানবী সাহেব তার "কাছদুস সাবিল" গ্রন্থে বর্তমান সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন-

**আকীকা, খাতনা, ছেলে মেয়েদের বিসমিল্লাখানী, (সর্বপ্রথম আরবী ছবকদান অনুষ্ঠান) মৃত ব্যক্তির চল্লিশা, শবে বরাতের হালুয়া, মুহররমের অনুষ্ঠান, ইত্যাদি ছেড়ে দাও নিজেও করোনা অন্যের ঘরে হলেও যোগদান করোনা**

(তথ্যসূত্র : তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং ৬২)।

৫। তিনি উক্ত কিতাবে নিম্ন বর্ণিত কাজগুলোকেও নাজায়েজ আখ্যা দিয়ে লোকদেরকে ঐ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছেন।

* মৃত ব্যক্তির জন্য "তিজা" (তৃতীয় দিনের দোয়া অনুষ্ঠান) "দশওয়া" (দশম দিবসের দোয়া) "বিশওয়া" (বিশতম দিবসের দোয়া) এবং "চল্লিশা" (চল্লিশতম দিনের দোয়া অনুষ্ঠান)।

*** আউলিয়া কিরামগণের ওরশ শরীফে যাওয়া, বুজুর্গদের উদ্দেশ্যে মানত মানা, ফাতেহা নেওয়াজ করা, গেয়ারবী শরীফ (বড় পীর সাহেবের ফাতেহা), প্রচলিত মীলাদ শরীফ ইত্যাদি পালন করা।** (তথ্যসূত্র : তাবলীগী জামাত পৃষ্ঠা নং ৬৩)।

৬। থানবী সাহেব তার বেহেশতি জেওর কিতাবের প্রথম খন্ডের ২৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন **"আলী বখ্শ, হোসাইন বখশ, আবদুন্নবী, ইত্যাদি নাম রাখা এবং এভাবে বলা- যদি আল্লাহ ও রাসুল চান তাহলে অমুক কাজ সম্পন্ন হবে-বলা শিরক্"।**

৭। কামালাতে আশরাফিয়ায় বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি থানবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মে খুশি হয়ে আবু লাহাবের মত একজন কাফের দাসী আজাদ করার কারণে পরকালে পুরস্কার লাভ করেছে। তাই যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম দিবসে (মিলাদুন্নবীতে) খুশী উদ্‌যাপন করে-তা হলে সে কোন সওয়াব পাবে কিনা?

জবাবে থানবী সাহেব বলেছেন- **"আমাদের এ খুশি উদ্‌যাপন করা বৈধ হতো- যদি**

শরীয়তের দলীল সমূহ মুনকারাত (নিষিদ্ধ কাজ সমূহ) কে নিষেধ না করতো। এবং একথা প্রকাশ্য যে, বৈধ এবং অবৈধ কাজ একত্রে মিলিত হলে তা অবৈধ হয়ে যায়"। (তথ্যসূত্র : তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং ৬১)

অর্থাৎ- এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চাইলেন- রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদুন্নবীতে খুশি হওয়া জায়েজ নেই। যেহেতু উহা জায়েজ নেই -তখন পরকালে সওয়াবও পাওয়া যাবেনা।

# মৌঃ রশীদ আহ্মদ গাঙ্গুহী সাহেবের এলেমের (শিক্ষার) কিছু নমুনা

প্রচলিত তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ ইলিয়াছ সাহেবের পীর ও মুর্শিদ ছিলেন মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব। তার নিকট ইলিয়াছ সাহেব দশ বছর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করেন। মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব তার পীর ও মুর্শিদ সম্পর্কে বলেন-

**"হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এ জমানার কুতুব ও মোজাদ্দেদ ছিলেন"।** (মালফুজাত নং ১৪৭)।

তার পীর সাহেবের নাতি হাফেজ ইয়াকুব সাহেবের মেয়েকে সম্বোধন করে তিনি বলেন **"দ্বীনের নেয়ামত আমি আপনাদের ঘর হতে পেয়েছি। আমি আপনাদের পরিবারের একজন গোলাম।"** (মালফুজাত নং- ১৫০)।

**আসুন! জেনে নেই ইলিয়াছ সাহেব তার পীর ও মুর্শিদ থেকে কি কি নেয়ামত লাভ করেছেন এবং তার পীর সাহেব ইসলামের কি কি সংস্কার করেছেন ঃ**

১। পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একমাত্র "রাহমাতুল্লীল আলামীন" বলে ঘোষনা দিয়েছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন- وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ-"হে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি একমাত্র আপনাকেই সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি"।

অথচ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব বলেন-

لفظ رحمة للعالمين صفت خاصه رسول الله صلى


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

الله علیه وسلم کی نهیں هے بلکه دیگراولیاء وانبیاء اور علماء ربانیین بهي مو جب رحمت عالم هو تے هیں-

অর্থাৎ-"রাহ্মাতুল্লিল আলামীন" শুধু রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একা নন। আরো অনেক নবী, অলি এবং আলেমগণ "রাহমাতুল্লিল আ'লামীন" হতে পারেন। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া , পৃষ্ঠা নং ১০৪)

২। গাঙ্গুহী সাহেবের মতে-

جو شخص صحابه کرام میں سےکسی کی تکفیر کرے .....وه اپنے اس گناه کبیره کے سبب سنت جماعت سے خارج نه هوگا-

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি কোন সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে কাফের বলে..... সে এরূপ কবিরা গুনাহের দরুন সুন্নী জামাত তথা ইসলামের সঠিক দলের বহির্ভূত হবেনা"। অর্থাৎ-সে সঠিক মুসলমানই থাকবে। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং ১৩৪)

অথচ শরিয়তের বিধান হচ্ছে কোন মুসলমানকে যদি কেহ বিনা কুফুরীতে কাফের বলে, তা হলে সে নিজেই কাফের হয়ে যায়। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদেরকে কেহ কাফের বললে সে কি হবে? প্রিয় পাঠক মহল! আপনারাই বিচার করুন।

৩। عقد مجلس مولود اگر چه اس میں کوئی امر غیر مشروع نه هو مگر اهتمام وتداعی اس میں بهی موجود هے لهذا اس زمانه میں درست نهیں وعلی هذا عرس کا جواب هے

অর্থাৎ- ওরশ ও মীলাদ মাহফিলে শরিয়তের পরিপন্থী কোন কাজ না হলেও উহা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ -উহা হারাম। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং- ১১৫)


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

৪। فاتحه مروجه بهى بدعت هے معهذا مشابه بفعل هنود هے–

অর্থাৎ- **প্রচলিত ফাতেহা** (সুরা ফাতেহা শরীফ, চার কুল ও কয়েকবার দরূদ শরীফ পড়ে মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতি সওয়াব পৌছানো)- **পাঠ করা বিদ'আত (নিকৃষ্ট কাজ) এবং হিন্দুদের পুঁজার মত।** (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং-১১৫)

৫। عرس كے دن زيارت كو جانا حرام هے

**অর্থাৎ- ওরশের দিন আওলিয়ায়ে কেরামদের মাজার যেয়ারত করতে যাওয়া হারাম।** (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া- পৃষ্ঠা নং- ৫৫৫)

৬। কিয়াম (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়া) না করে বসে বসে বিশুদ্ধ হাদিসের আলোচনার মাধ্যমে মীলাদ শরীফ পাঠ করা বৈধ কিনা প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন – انعقاد مجلس مولود هرحال ناجائز هے

**অর্থাৎ-"মীলাদ মাহ্ফিলের অনুষ্ঠান করা সর্বদাই না জায়েজ"।** (কেয়াম করা হোক বা না করা হোক) (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং-১৩০)

তাদের অনুসারী যে সমস্ত লোকেরা কিয়াম না করে শুধু বসে মীলাদ শরীফ পাঠ করেন তাদের উচিৎ মৌঃ গাঙ্গুহী সাহেবের আলোচ্য এ ফতোয়ার দিকে নজর দেয়া। যদি আপনারা মীলাদকে বৈধ মনে করেন তা হলে উহা কিয়ামের সহিত সঠিক ভাবে আদায় করুন। অন্যথায় অর্থের লোভ ছেড়ে দিয়ে আপনাদের মুরুব্বীর ফতোয়া অনুযায়ী আমল করুন।

৭। س: جس عرس ميں صرف قران شريف پڑها جاوے اور تقسيم شيرينى هو شريك هونا جائزهے يا نهيں

ج: كسى عرس اور مولود ميں شريك هونا درست نهيں اوركوئ سا عرس اور مولود درست نهيں هے–


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অর্থাৎ-যে ওরশ শরীফে কোন অবৈধ কাজ হয়না শুধুমাত্র কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয় এবং নেওয়াজ বিতরণ করা হয়-এমন ওরশ শরীফে যাওয়া বৈধ কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- **"কোন ওরশ বা মীলাদে শরীক হওয়া জায়েজ নেই। মুলতঃ কোন ওরশ শরীফ বা মিলাদ পাঠ করাই বৈধ নয়"**। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং-১৩৪)।

সুতরাং এ ফতোয়া দ্বারা বুঝা গেল তাদের অনুসারী যারা ওরশ শরীফের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- উহাতে গান বাজনা সহ বিভিন্ন অবৈধ কাজ সংঘটিত হয় বলে আমরা উহার বিরোধিতা করি। তারা একথা মূলত জনগণকে ধোকা দেওয়ার জন্য বলে। আসলে তাদের নিকট যে সমস্ত ওরশ শরীফে গান বাজনা ইত্যাদি অবৈধ কোন কাজ সংঘটিত হয় না উহাও নিষিদ্ধ এবং গুনাহের কাজ।

৮। محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگر چہ بروایات صحیحہ ہویا سبیل لگانا شربت پلانا یا چندہ سبیل اورشربت میں دینا یا دودہ پلانا سب نا درست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ھیں-

**অর্থাৎ- মহররম মাসে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের আলোচনা করা যদিও বিশুদ্ধ বর্ণনার দ্বারা হয় এবং এ উপলক্ষ্যে বিনামুল্যে শরবত, দুধ ইত্যাদি পান করানো সব না জায়েজ এবং রাফেজীদের সাথে সামঞ্জস্য থাকায় হারাম।**

(ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃষ্ঠা নং ১৩৯)।

সম্মানিত পাঠক সমাজের নিকট আরজ করতে চাই, গাঙ্গুহী সাহেব ও তাদের অনুসারীদের নিকট মীলাদ, ওরস ও মহররম ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নেওয়াজ বা তাবাররক খাওয়া ও গ্রহণ করা না জায়েজ এবং উহা ভক্ষণ করলে অন্তরের নূর পর্যন্ত বের হয়ে যায় (যেমন- দেখুন শাইখুল হাদিস আজিজুল হক সাহেবের মাসিক রহমানী পয়গাম ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা অক্টোবর ১৯৯৯ ইং পৃষ্ঠা নং-৩৭)।

অথচ তাদের নিকট হিন্দুদের বিভিন্ন পূঁজা উৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করা ও খাওয়া জায়েজ। (দেখুন গাঙ্গুহী সাহেবের উক্ত ফতোয়ায়ে রশীদিয়ার ৫৭৫ নং পৃষ্ঠা, যেখানে তিনি হিন্দুদের পুঁজার প্রসাদ খাওয়াকে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।) তাহলে কি তাদের


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

নিকট হিন্দুদের পুঁজা থেকেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মীলাদ শরীফ ও আউলিয়ায়ে কিরামদের ওরস শরীফ নিকৃষ্ট? (নাউযুবিল্লাহ)

৯। কারবালার শহীদগণের (ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) স্বরণে প্রকাশিত "মরসিয়াহ" (শোক গাথা) যদি কারো নিকট থাকে তাহলে সে তা কি করবে? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন

ان کو جلا دینا یا زمین میں دفن کر نا ضروری ھے–

অর্থাৎ- তা জ্বালিয়ে ফেলা কিংবা মাটিতে পুঁতে রাখা আবশ্যক। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং-৫৭৭)।

**নোটঃ** অথচ গাঙ্গুহী সাহেবের অনুসারী দেওবন্দী ও তাবলীগীদের মতে গাঙ্গুহীর স্বরণে লিখিত "মরসিয়াহ" পড়া ও নিজের কাছে রাখা বৈধ। যেমন-দেওবন্দের (এককালীন) প্রধান শিক্ষক মৌঃ মাহমুদ হাছান দেওবন্দী সাহেব তার পীর উক্ত গাঙ্গুহী সাহেবের স্বরণে "মরসিয়ায়ে রশিদ আহমদ" নামক একটি শোক গাথা রচনা করে সর্বত্র বিতরণ করেন। তা জ্বালিয়ে ফেলা বা মাটিতে পুঁতে রাখা অবশ্যক নহে। এ ব্যাপারে তাদের কোন ফতোয়াও এখন পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। তাদের সকল হারাম-নাজায়েজের ফতোয়া হলো নবী-ওলীদের বিরুদ্ধে। নিজেদের ব্যাপারে নয়।

উক্ত "মরসিয়ায়ে রশিদ আহমদ" কিতাবের কিছু শ্লোক নিম্নরূপ-

(১) حوائج دین ودنیا کے کھاں لیجائیں ھم یارب

گیا وہ قبلہ حاجات روحانی وجسمانی–

অর্থাৎ- হে খোদা! আমরা দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতের হাজত সমূহ কোথায় নিবেদন করব। উনিতো বিদায় নিয়ে গেছেন। যিনি আমাদের আত্মিক ও শারীরিক হাজত সমূহের কেবলা বা পুরণকারী ছিলেন।

**ফায়দা ঃ মৌঃ মাহমুদ হাছান দেওবন্দী তার পীর গাঙ্গুহী সাহেবকে "কেবলায়ে হাজত" বা অন্যের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য পুরণকারী বলেছেন। এবং তার নিকটই উভয় জগতের হাজতসমূহ পেশ করতেন।**

অথচ দেওবন্দী ও তাবলীগীদের ফতোয়া হলো আল্লাহ ছাড়া কোন নবী ওলীর নিকট হাজত পেশ করা এবং তাঁকে হাজত পুরণকারী মনে করা শিরক।


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

(২) قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں

عبید سود کا انکے لقب ہے یوسف ثانی-

অর্থাৎ- কবুলিয়াত বলে এটাকেই এবং মকবুল বান্দা এভাবেই হয়ে থাকেন। তার কালো কালো আবদ বা বান্দাদের উপাধি হলো ইউছুফে সানী বা দ্বিতীয় ইউছুফ।

ফায়দা ঃ-আহ্! কী সুন্দর উক্তি। আল্লাহ প্রদত্ত অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন হযরত ইউছুফ আলাইহিস সালাম কিন্তু গাঙ্গুহী সাহেবের কালো কালো বান্দাগণকেই যদি ইউছুফে সানী বলা হয়, তাহলে তার ফর্সা ফর্সা বান্দাদের স্থান কী হতে পারে? আল্লাহই মা'লুম।

**আলোচ্য শ্লোকের শেষাংশে গাঙ্গুহী সাহেবের মুরীদগণকে তার আবদ বা বান্দা বলা হয়েছে। অথচ তাদের নিকট "আব্দুন্নবী" বা নবীর আবদ বলা শিরক। এটাই হলো তাদের ঈমানের নিদর্শন।**

১০। যে স্থানে কাক খাওয়াকে অধিকাংশ লোক হারাম মনে করে এবং যারা খায় তাদের মন্দ-সন্দ বলে। ঐ সব স্থানে কাক খেলে কি সাওয়াব পাওয়া যাবে, না সাওয়াব বা আজাব কিছুই হবে না? গাঙ্গুহী সাহেবকে এ প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন-

ثواب ہوگا- অর্থাৎ-সাওয়াব হবে। (ফতোয়ায়ে রাশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং-৫৯৭)

**ফায়দা ঃ** আলোচ্য এ ফতোয়া অনুযায়ী দেওবন্দী ও তাবলীগীদের বেশী বেশী কাক খাওয়া উচিৎ। কারণ হাস-মুরগী খাওয়া হালাল বা বৈধ। তা খেলে সাওয়াব পাওয়ার কোন ফতোয়া নেই। কিন্তু কাক খেলে তাদের মতে সাওয়াব পাওয়া যাবে। সুতরাং তারা কেন এ পুণ্য কাজ থেকে বিরত রয়েছে তা আমাদের জানা নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

১১। عیدین میں معانقہ کرنا بدعت ہے-

**অর্থাৎ- দুই ঈদের (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) দিন মোয়া' নাকা বা কোলাকুলি করা বিদ'আত** (নিকৃষ্ট কাজ)। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃষ্ঠা নং- ১৪৮)।

১২। جب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو علم غیب


Bangladesh Anjumane-Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

نهیں تو یا رسول الله کهنا بهی نا جائز هوگا-

**অর্থাৎ- যখন নবী আলাইহিমুস্‌সালামদের এলমে গায়েব নেই। তখন ইয়া রাসুলাল্লাহ্** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বলাও না জায়েজ।** (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃষ্ঠা নং- ৬২)। অথচ ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা সাহাবীগণের সুন্নত।

১৩। كذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلی هے کیوں نه هو وهو علی کل شئي قدیر-

**অর্থাৎ- মিথ্যা বলা আল্লাহর ক্ষমতার অধিন। (ইচ্ছা করলে আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন) কেননা তিনি সর্বশক্তিমান** (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃষ্ঠা নং-৯৭)।

গাঙ্গুহী সাহেবের এ উক্তিকে সমর্থন করে সাবেক ধর্মমন্ত্রী ও বর্তমান ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা, দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়ুয়া, তাবলীগ জামাতের মুরুব্বী মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব ১৯৮৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক মেঘনা" পত্রিকায় বলেন ঃ- (পত্রিকার পক্ষ হতে গাঙ্গুহী সাহেবের "আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন" এ উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে- উত্তরে তিনি বলেন) **"আল্লাহ ইচ্ছা করলে পারেন। তবে বলেন না।"** (নাউযুবিল্লাহ) তিনি আরো বলেন- **"আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলতে পারেন। তবে বলেন না।"** (নাউযুবিল্লাহ)

## মৌঃ খলীল আহমদ আম্বেটবী সাহেবের এলেমের (শিক্ষার) কিছু নমুনা

ইলিয়াছ সাহেব তার পীর গাঙ্গুহী সাহেবের ইনতেকালের পর খলীল আহমদ আম্বেটী সাহেবের নিকট বাইয়াত হোন এবং তার সহচর্যে থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

**আসুন দেখি আম্বেটী সাহেবের নিকট থেকে কি শিক্ষালাভ করা যায়ঃ**

১। খলীল আহমদ আম্বেটী সাহেব তার "বারাহিনে কাতিয়া" নামক গ্রন্থের ৩০ নং পৃষ্ঠায় দেওবন্দ মাদ্রাসার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন- স্বপ্নটি হলো ঃ

ایك صالح فخر عالم علیه السلام کی زیارت سے


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے اگئ آپ تو عربی ہیں- فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان اگئ سبحان اللہ اس سے رتبہ اس مدرسہ کا معلوم ہوا-

অর্থাৎ- "কোন এক বুজুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছেন তার সাথে উর্দুতে কথা বলছেন। তখন ঐ বুজুর্গ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন-আপনি তো আরবী ভাষী। উর্দু ভাষা কিভাবে শিখলেন? এর জাবাবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন **"যখন দেওবন্দ মাদ্রাসার আলেমদের সাথে আমার মোয়ামেলা (মিলামিশা) হয়-তখন (তাদের সাথে কথা বলতে বলতে) আমার উর্দু ভাষা শিখা হয়ে যায়।"** (নাউযুবিল্লাহ)

প্রিয় পাঠকগণ! দেখুন! এ সমস্ত লোকেরা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওস্তাদ হওয়ারও দাবী করতে চায়। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এরশাদ করেছেন- بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

অর্থ- আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা নং-৩৬)

অর্থাৎ- সৃষ্টি জগতের কারো থেকে কোন কিছু জানার প্রয়োজন আমার নেই। বরং আমি তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই এসেছি। সুতরাং কোন বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের জানার প্রয়োজন ছিল না, তাদের কথায় না হয় ধরে নিলাম উর্দু ভাষা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের থেকে শিখলেন। কিন্তু পশু পাখি, জীব জানোয়ার, গাছপালা, পাহাড় পর্বত ইত্যাদি সহ আল্লাহর অসংখ্য মাখলুকাতের ভাষা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাদের থেকে শিখলেন- বলতে পারবেন কি? কেননা, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো উপরোল্লেখিত সকল মাখলুকের সাথেই কথা বলেছেন।

২। আম্বেটী সাহেব উক্ত কিতাবের ৫৫ নং পৃষ্ঠায় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)-এর জ্ঞানকে কটাক্ষ করে বলেন-

شيطان وملك الموت كويه وسعت نص سے ثابت هوئ فخر عالم كى وسعت علم كى كو نسي نص قطعى هے كه جس سے تمام نصوص كورد كركے ايك شرك ثابت كرتا هے-

**অর্থাৎ- "শয়তান ও মালাকুল মওত (আজ্রাইল আলাইহিস্ সালাম)-এর ব্যাপক জ্ঞানের বিষয় দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। কিন্তু রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞানের প্রশস্ততার কি কোন অকাট্য দলীল আছে ? যা সমস্ত দলীলকে খন্ডন করে একটি শিরক সাব্যস্ত করে?"**

অর্থাৎ-আম্বেটী সাহেবের নিকট শয়তান ও আজরাঈল আলাইহিস সালাম-এর জ্ঞান রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞানের তুলনায় ব্যাপক-যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রশস্ত জ্ঞানের কোন দলীল নাই। আর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞানের ব্যাপকতার দলীল থাকলে উহা তার নিকট শিরক হিসাবে গণ্য হবে। প্রিয় পাঠক! দেখুন তারা কত বড় রাসুল বিদ্বেষী।

## মৌং ইসমাঈল দেহলভী সাহেবের এলেমের (শিক্ষার কিছু নমুনা)

তাবলীগ অনুসারীদের মুরব্বীদের মধ্যে অন্যতম হলো মৌঃ ইসমাঈল দেহলভী সাহেব। "তাকবীয়াতুল ঈমান" নামক তিনি একটি কিতাব রচনা করেছেন। এ কিতাব সম্পর্কে তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াছ সাহেবের পীর ও মুর্শিদ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের অভিমত হলো- **"তাকবীয়াতুল ঈমান" খুবই উত্তম একটি কিতাব। শিরক ও বিদআতের ব্যাপারে লা জাওয়াব এবং এ কিতাবটি নিজের কাছে রাখা, পড়া ও কিতাব অনুযায়ী আমল করা প্রকৃত ইসলাম।** (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃষ্ঠা নং৭৮)

**আসুন দেখি "তাকবীয়াতুল ঈমানের" প্রকৃত ইসলামের কিছু নমুনা ঃ**


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

১। ইসমাঈল দেহলভী সাহেব উক্ত কিতাবের ২৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেন-

یقین مانو کہ ہرشخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہویا مقرب ترین فرشتہ اس کی حیثیت شان الوھیت کے مقابلے پر ایك چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ھے

অর্থাৎ- "বিশ্বাস রাখো যে, প্রত্যেক ব্যক্তি চাই সে যত বড় মানুষই হোক বা যত নৈকট্যশীল ফিরিস্তাই হোক না কেন-আল্লাহর শানের মোকাবেলায় তাঁরা চামার থেকেও বেশি নিকৃষ্ট"। -এখন আমাদের জিজ্ঞাসা- আল্লাহ যাদেরকে তাঁর বন্ধু ও মাহবুব হিসেবে গ্রহণ করেছেন (নবী-ওলীগন) তাঁরা কি আল্লাহর নিকট মুচি-চামারের মত? (নাউযুবিল্লাহ)। এই উক্তি দ্বারা সমস্ত নবী ওলীদের-এমনকি স্বয়ং রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিও চরম অবমাননা করা হয়েছে।

২। তিনি উক্ত কিতাবে আরো বলেন-

جس کا نام محمد یا علی ھے اس کو کسي بات کا اختیار نہیں

অর্থাৎ- "যার নাম মুহাম্মদ অথবা আলী তাঁদের (শরীয়তে) কোন কথা বলার অধিকার নেই।" (পৃষ্ঠা নং ৫১)। তিনি ৬৯ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন-

رسول کے چا ھنے سے کچہ نہیں ھوتا-

অর্থাৎ- "রাসুলের চাওয়ায় কিছুই হয় না"।

আলোচ্য উক্তি দ্বয়ের মাধ্যমে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি চরম বেয়াদবী করা হয়েছে। বিশেষ করে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লক্ষ্য করে এ কথা বলা যে, "যার নাম মুহাম্মদ" এটি চরম বেয়াদবীর আলামত।

৩। তিনি উক্ত কিতাবের ৩৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

اللہ پاك بندوں سے دنیا میں یا قبرمیں یا اخرت


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

میں جو معاملہ کرے گا اس کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال معلوم نہ دوسروں کا حال معلوم۔

অর্থাৎ- "বান্দার সাথে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে, কবরে ও পরকালে কি ব্যবহার করবেন -তা কেহ জানেনা, এমন কি কোন নবী ওলীও জানেন না যে, তাঁর নিজের সাথে বা অপরের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে।"

(৪) তিনি উক্ত কিতাবের ৭১ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

تمام انسان آپس میں بھائ بھائ ہیں جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھا ئي هے اس کی بڑے بھائ کی سی تعظیم کرو باقی سب کا مالك الله هے عبادت اسی کی کرنی چا هے معلوم ہوا کہ جتنے الله کے مقرب بند ے ہیں خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں وہ سب کے سب الله کے بے بس بند ے ہیں اورھمار ے بھائی ہیں- مگر حق تعالی نے انہیں بڑائ بخشی توھمارے بڑے بھائ کی طرح ہو ئے

অর্থাৎ- "সমস্ত মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। বড় বুযুর্গ বড় ভাই, সুতরাং তাঁকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করবে। আল্লাহর যত নৈকট্যশীল বান্দা -চাই সে নবী হোক বা ওলী হোক -সবই আল্লাহর অক্ষম বান্দা ছিলেন এবং আমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে বড় করেছেন -তাই তাঁরা আমাদের বড় ভাই।"

ইসমাঈল দেহলভী সাহেব আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে ইহাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যত বড় বুযুর্গই হোক না কেন-এমন কি নবী কুলের সরদার আল্লাহর মাহবুব রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেও বড় ভাইয়ের মত সম্মান করা উচিৎ- তদপেক্ষা বেশী নহে।


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

(৫) তিনি উক্ত কিতাবের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات
کرنی چاهئے - اس کی انسان هی کی سی تعریف
کرو بلکه اس میں بھی کمی کرو-

অর্থাৎ- **"কোন বুযুর্গ ব্যক্তির শান বর্ণনা করার ব্যাপারে জবান সংযত করে কথা বলতে হবে। মানুষ হিসেবে তাদের প্রশংসা কর -বরং তার চেয়েও কম কর"।**

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন-বুযুর্গ ব্যক্তিদের শান বর্ণনায় "তার চেয়েও কম কর" এ কথা বলে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন? তাঁদের মর্যাদা কি মানুষের চেয়েও কম? জীব-জানোয়ারের মতো? (নাউযুবিল্লাহ)।

৬। তিনি উক্ত কিতাবের ১৯ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

قبروں یا تھانوں کی زیارت کے لئے دور سے سفر
کر کے جائے..... تو اس نے کھلا شرك کیا-

**অর্থাৎ- "কবর অথবা মাজার জিয়ারতের জন্য দুর থেকে ছফর করে যাওয়া ................ প্রকাশ্য শিরিক।"**

তার এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, যারা বিভিন্ন দেশ থেকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওজা মোবারক, সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ও আউলিয়ায়ে কেরামদের মাজার শরীফ জিয়ারত করতে যান-তারা মুশরিক। (নাউযুবিল্লাহ)।

* মৌঃ ইসমাঈল সাহেবের "সিরাতুল মুস্তাকিম" নামক একটি কিতাব রয়েছে। ঐ কিতাবের ১১৮ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন-

اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف
خواه جناب رسالت مآب هي هوں اپنی همت کو
لگا دینا اپنے بیل اور گدهے کی صورت میں


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

مستغرق ہونے سے براہے-

<u>অর্থাৎ- "নামাযে পীর বা কোন মহিমান্বিত ব্যক্তি, এমনকি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি খেয়াল করা নিজের গরু-গাধার প্রতি খেয়াল করা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর"</u>। (নাউযুবিল্লাহ)।

## মৌঃ কাসেম নানুতবী সাহেবের এলেমের (শিক্ষার) কিছু নমুনা

মৌঃ কাসেম নানুতবী সাহেব ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও তাবলীগ অনুসারীদের একজন উল্লেখযোগ্য মুরুব্বী।

<u>আসুন দেখি মৌঃ কাসেম নানুতবী সাহেব থেকে কি হেদায়েত পাওয়া যায় ঃ</u>

১। তিনি তার রচিত "তাহজিরুন নাছ" নামক কিতাবের ৭ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন-

۱. انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں
تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل
اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوجاتے
بلکہ بڑھ جاتے ہیں-

<u>অর্থাৎ- নবীগণ স্বীয় উম্মত হতে যদি উত্তম হন, তাহলে জ্ঞানের দিক দিয়েই উত্তম হয়ে থাকেন। "আমলের দিক দিয়ে উম্মতগণ অনেক সময় নবীদের সমান, বরং নবীদের থেকেও বড় হয়ে যায়"</u>। (নাউযুবিল্লাহ)।

২। তিনি উক্ত কিতাবের ৪, ৫ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন-

۲. عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلعم کا خاتم
ہونا بایں معنے ہے کہ اپ کا زمانہ انبیاء سابق
کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں اخر نبی ہیں-

<u>অর্থাৎ- "খাতামুননবী" অর্থ শেষ নবী বলা -এটা মুর্খদের ধারনা"।</u>

৩। তিনি উক্ত কিতাবের ৩৪ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন-


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

۳. اگربالفرض بعدزمانہ نبوی صلعم بھی کوئ نبی پیدا ہوتو پھربھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ ائے گا-

অর্থাৎ- "যদি এ কথা ধরে নেওয়া হয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামানার পরে কোন (নতুন) নবী পয়দা হন তাহলেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম খাতামুন নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন ত্রুটি হবে না"। (নাউযুবিল্লাহ)।

## তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীদের আরো কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা ঃ

১। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের অন্যতম শিষ্য মৌঃ হোসাইন আলী সাহেব স্বীয় গ্রন্থ বুলগাতুল হায়রান এর ১৫৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

اور انسان خود مختار ہے اچھے کریں یا نہ کریں اور اللہ کو پہلے اس سے کوی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے- بلکہ اللہ کو انکے کرنے کے بعد معلوم ہوگا-

অর্থাৎ আর মানুষ খোদ মুখতার; ভাল করুক কিংবা নাই করুক এর পূর্বে আল্লাহর এ সম্পর্কে জ্ঞানও নেই যে, তারা কি করবে; বরং তারা (কাজ) করার পরে আল্লাহ জানতে পারবেন।

অর্থাৎ মানুষ কার্য সম্পাদন করার পূর্বে আল্লাহ কিছুই জানেন না। (নাউযুবিল্লাহ) (তথ্যসূত্র : ওহাবী মাযহাবের হাক্বীক্বত পৃষ্ঠা নং- ৪৮২, মাক্বালাতে কাযেমী পৃষ্ঠা নং- ২৮৪)

অথচ ইসলামী সঠিক আক্বীদা হল-

مَنْ اِعْتَقَدَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ الْاَشْيَاءَ قَبْلَ وُقُوْعِهَا فَهُوَ كَافِرٌ - وَاِنْ عُدَّ قَائِلُهٗ مِنْ اَصْلِ الْبِدْعَةِ -


Bangladesh Anjumane Ashekdane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস স্থাপন করে যে, কোন কিছু সংঘঠিত হওয়ার আগে আল্লাহ ঐ বিষয়ে অবহিত নন। তাহলে সে কাফির। যদিও এ ধরনের বক্তব্য পোষনকারীকে বিদআতী সাব্যস্ত করা হয়। (শরহে ফেক্‌হে আকবর পৃষ্ঠা নং-২০১, তথ্যসূত্র : মাক্বালাতে কাযেমী পৃষ্ঠা নং- ২৮৪)

২। উক্ত মৌঃ হোসাইন আলী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে পুলসিরাত হতে পতিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

যেমন সে উক্ত বুলগাতুল হায়রান কিতাবের ৮নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

رَاَيْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانَقَنِى وَذَهَبَ بِىْ مُعَانَقَةً عَلَى الصِّرَاطِ اَىْ پل صِرَاط رَاَيْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِىْ خُتِمَ عَلَيْهِ بِيَدِهِ الْمُبَارَكَةِ وَكَانَ مَعَهُ اَكْثَرُ الْاَكَابِرِ دَعَوْتُ عِنْدَ بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ ثُمَّ جِئْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَانَقَنِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَّمَنِى اللَّطَائِفَ وَالْاَذْكَارَ وَرَاَيْتُ اَنَّهُ يَسْقُطُ فَاَمْسَكْتُهُ وَاَعْصَمْتُهُ عَنِ السُّقُوْطِ –

অর্থাৎ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে দেখলাম তিনি আমাকে আলিঙ্গনের আকৃতিতে পুল সিরাতের উপর নিয়ে গেলেন। আমি আরো দেখলাম যে, তিনি আমাকে স্বীয় হাত মোবারকে মোহর লাগিয়ে একটি লিপি দিলেন। তাঁর সাথে অনেক শীর্ষস্থানীয় লোকও ছিলেন। আমি বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট দো'য়া প্রার্থনা করলাম অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের নিকট গেলাম। আমি আসসালাতু


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ আরয করলাম। তখন তিনি আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং কিছু যিকিরও শিক্ষা দিলেন। আমি হুজুর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে দেখলাম তিনি পুল থেকে পড়ে যাচ্ছেন। তখন আমি তাঁকে পতিত হওয়া থেকে বাঁচালাম। (নাউযুবিল্লাহ) (তথ্যসূত্র : ওহাবী মাযহাব এর হাক্বীক্বত, পৃষ্ঠা নং-৬০৫, মাক্বালাতে কাযিমী পৃষ্ঠা নং- ২৯১)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এখন আপনারাই ইনসাফ করুন, একজন মুসলমান কি নিজে একজন উম্মত হিসেবে এমন কথা কখনো বর্ণনা করতে পারে? যেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম হাশরের ময়দানে সুপারিশকারী হবেন, যিনি কিয়ামত দিবসে পুলসিরাতের পাশে দাড়িয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে رَبِّ سَلِّمْ اُمَّتِی اُمَّتِی

অর্থাৎ- হে আমার রব! আমার উম্মতকে বাঁচান, আমার উম্মতকে বাঁচান বলে দু'আ করবেন। তাঁর সম্পর্কে দেওবন্দী ও তাবলীগীদের ইমাম মৌঃ হোসাইন আলী বলছে - "আমি তাঁকে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছি"। এটা কত বড় বেয়াদবী ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের শানে অমর্যাদাকর। এ হচ্ছে দেওবন্দী ও তাবলীগী নেতাদের ঈমান।

৩। তাবলীগী ও দেওবন্দীদের অন্যতম মুরুব্বী ও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর একনিষ্ট ভক্ত ও অনুসারী মৌঃ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী সাহেবের মতে মানুষ যেই মন্দ কার্যাদি করে সে গুলো আল্লাহও করতে পারেন। (নাউযুবিল্লাহ)

যেমন তিনি আল জাহদুল মুক্বিল-এর প্রথম খন্ড ৮৩নং পৃষ্ঠায় বলেন-

"মন্দ কার্যাদি সম্পাদনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সক্ষম।"

তিনি উক্ত কিতাবের ৪১নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন, "অন্যান্য মন্দ কার্যাদির ন্যায় মিথ্যা বলাও আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সম্ভব বলে সত্যপন্থী ইমামগণ গ্রহণ করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) (তথ্যসূত্র : ওহাবী মাযহাবের হাক্বীকত, পৃষ্ঠা নং ৪৯২)



*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
*\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)*

৪। তাবলীগী ও দেওবন্দীদের অন্যতম ইমাম ইসমাইল দেহলভীর মতে আল্লাহ দিক ও স্থান থেকে পবিত্র নন।

যেমন তিনি ঈযাহুল হাক্কিস সরীহ-এর ৩৫-৩৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন -

الله تعالى كوجهت اور مكان سے پاك اور منزه سمجهنا حقيقى بدعت هے

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলাকে দিক ও স্থান হতে পুতঃপবিত্র মনে করা প্রকৃত বিদআত। (তথ্যসুত্র ঃ ওহাবী মাযহাব এর হাক্বীক্বত, পৃষ্ঠা নং- ৪৭৯)

৫। উক্ত ইসমাইল দেহলভী রেসালা-ই এক রোযাহ, ফার্সী গ্রন্থের ১৭নং পৃষ্ঠায় "আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলতে পারেন" এ মর্মে খুব দৃঢ়ভাবে অভিমত ব্যক্ত করে তিনি লিখেছেন-

پس لا نسلم كه كذب مذكور محال بمعنى مسطور باشدالى قوله الا لازم ايد كه قدرت انسانى زائد از قدرت زبانى باشد -

অর্থাৎ- সুতরাং আমরা একথা মানিনা যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে মিথ্যা বলতে অক্ষম। অন্যথায় একথা অনিবার্য হয়ে যাবে যে, মানুষের ক্ষমতা মহান রবের ক্ষমতা থেকে বেশী।

(তথ্যসূত্র : ওহাবী মাযহাব এর হাক্বীক্বত, পৃষ্ঠা নং- ৪৯০)

৬। উক্ত ইসমাইল দেহলভীর মতে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম মৃত্যু বরণ করে মাটির সাথে মিশে যাবেন। (নাউযুবিল্লাহ)

যেমন তিনি স্বীয় তাকভীয়াতুল ঈমান গ্রন্থের ৬১নং পৃষ্ঠায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের প্রতি সম্পৃক্ত করে লিখেছেন,

يعنى ميں بهى ايك دن مركر مٹى ميں ملنےوالا هوں

অর্থাৎ- আমিও একদিন মরে মাটিতে মিশে যাব। (নাউযুবিল্লাহ)


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

(তথ্যসূত্র : ওহাবী মাযহাব এর হাক্বীক্বত পৃষ্ঠা নং- ৫৫৬, মাক্বালাতে কাযিমী, পৃষ্ঠা নং- ২৯৫ ও ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃষ্ঠা নং-১১২)

**নোট ঃ** দেওবন্দী সমস্ত আলেম ও ইমামগণ একত্রিত হয়ে কেয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করলেও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম হতে এমন কোন হাদিস বর্ণিত হয়েছে বলে দেখাতে পারবে না, যেখানে তিনি এরশাদ করেছেন- "আমি মরে মাটির সাথে মিশে যাব"।

এটি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ। বরং তারা শুধু এধরনের হাদীসই দেখাতে পারবে যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ -

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যমীনের জন্য আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুস সালাম গনের শরীর মোবারক ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী জীবিত, তাঁকে জীবিকা দেয়া হয়। (ইবনে মাযাহ, পৃষ্ঠা-১১৯)

## ওহাবী সম্প্রদায়ের সাথে তাবলীগীদের সম্পর্ক

প্রচলিত তাবলীগ জামাতের মুরুব্বি ও তাদের অনুসারীদের সাথে পথভ্রষ্ট ওহাবী সম্প্রদায়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমি আপনাদের নিকট ওহাবী সম্প্রদায় কি এবং তাদের আক্বীদা কেমন- সে সম্পর্কে সামান্য কিছু উপস্থাপন করতে চাই।

## ওহাবী মতবাদ

হিজরী দ্বাদশ শতকের শুরুতে ১১১১ হিজরীতে আরবের নজদ নামক স্থানে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর আবির্ভাব ঘটে। সে যে মতবাদ প্রচার করেছিল উহাই


*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
*\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)*

ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত এবং এ মতবাদের সমর্থকগণ ওহাবী সম্প্রদায় নামে অভিহিত।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ইসলামী সমাজ যে সমস্ত ফেৎনা ফ্যাসাদের সম্মুখীন হয়েছে-তাদের মধ্যে ওহাবী ফেৎনা জঘন্যতম। হযরত রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বেই এ ফেৎনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। মিশকাত শরীফের "জিকরুশশাম অল ইয়ামান" অধ্যায়ে ৫৮২নং পৃষ্ঠায় নিম্ন বর্ণিত হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ يَمَنِنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَفِىْ نَجْدِ نَا قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ يَمَنِنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَفِىْ نَجْدِ نَا فَاَظُنُّهُ قَالَ فِىْ الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

অর্থাৎ-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, এক সময় রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম দোয়া প্রসঙ্গে এরশাদ করলেন- "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শাম দেশে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ইয়ামেন দেশে বরকত দান করুন। সাহাবায়ে কিরামগণ আরজ করলেন- "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের নজদের জন্যও বরকতের দোয়া করুন। কিন্তু রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় শাম ও ইয়ামেন দেশের বরকতের জন্য দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কিরাম পুনরায় নজদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করলেন। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম তৃতীয় বারে এরশাদ করলেন- "সেখান (নজদে) ভূ-কম্পন ও বহু ফেৎনা ফ্যাসাদ হবে। সেখান হতে শয়তানের শিং (দল) বের হবে।" (বুখারী শরীফ)


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অনেক হাদীস বিশারদের মতে উপরোল্লেখিত হাদীসে ওহাবী ফেৎনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। (দেখুন মেরআত শরহে মেশকাত ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৫৭৯ ও জখিরায়ে কারামত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৭)

ওহাবীরা মক্কা ও মদীনাবাসীদের উপর যে ভীষণ জুলুম অত্যাচার করেছে তা

سَيْفُ الْجَبَّارِ ও بَوَارِقُ مُحَمَّدِيَّةِ عَلٰى اِرْغَامَاتِ النَّجْدِيَّةِ

প্রভৃতি কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে।

১। হানাফী মাজহাবের অন্যতম ফতোয়ার কিতাব "শামী"র ৬ষ্ঠ খন্ড ৪১৩ নং পৃষ্ঠায় "বাবুল বোগাতে" ওহাবী ফেরকা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

كَمَا وَقَعَ فِىْ زَمَنِنَا فِىْ اَتْبَاعِ (اِبْنِ) عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوْا عَلٰى الْحَرَمَيْنِ- وَكَانُوْا يَنْتَحِلُوْنَ اِلٰى الْحَنَابِلَةِ لٰكِنَّهُمْ اِعْتَقَدُوْا اَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَنَّ مَنْ خَالَفَ اِعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُوْنَ وَاسْتَبَاحُوْا بِذٰلِكَ قَتْلَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَائِهِمْ-

অর্থাৎ- "যেমন বর্তমান যুগে (ইবনে) আবদুল ওহাবের অনুসারীদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরা নজদ হতে আত্ম প্রকাশ করে মক্কা ও মদিনা শরীফের উপর বিজয়ী হয়েছিল। এরা নিজেদেরকে হাম্বলী বলে দাবী করতো। কিন্তু তারা বিশ্বাস করতো যে, তারাই একমাত্র মুসলমান এবং তাদের আক্বীদার বিরুদ্ধাচরনকারীগণ মুশরিক। এ জন্য তারা আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মুসলমান এবং ওলামাদিগকে হত্যা করা হালাল মনে করতো।"

২। "আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ" নামক কিতাবের ১১ নং পৃষ্ঠায় ওহাবী ফেরকা সম্পর্কে বলা হয়েছে- "আমাদের নিকট ওহাবী ফেরকার হুকুম উহাই- যাহা আল্লামা শামী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তারা একটি অত্যাচারী খারেজী দল। এরা অন্যায়ভাবে মক্কা শরীফের ইমামদের উপর হামলা করেছিল। তারা ইসলামের এমন এক ব্যাখ্যা বাহির করেছিল- যার দরুন তারা ইমামকে কতল করা ওয়াজিব মনে করতো। উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে তারা আমাদের (আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত) লোকদের জান মাল হালাল মনে করতো এবং আমাদের স্ত্রী লোকদিগকে বাদী বানাইতো।"


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

৩। দেওবন্দ মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস মৌঃ হুসাইন আহমদ মাদানী ছাহেব তার "আস সিহাবুস সাকিব" নামক কিতাবে ওহাবীদের সম্পর্কে লিখেছেন- "মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবী মতবাদ আরবের নজদ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শুরু হয়। তারা এমন বাতিল আক্বীদা পোষণ করতো যার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের হত্যা করতো এবং তাদের ধন সম্পদকে গণীমত ও হালাল মনে করতো এমনকি তাদেরকে হত্যা করা সওয়াব ও রহমতের কাজ মনে করতো।" (পৃষ্ঠা নং- ৫৪)

৪। বাংলাদেশের সমস্ত মাদ্রাসায় উসূলে ফিকাহর পাঠ্য কিতাব হিসেবে "নূরুল আনোয়ার" নামক একটি কিতাব পড়ানো হয়। উক্ত কিতাবের ২৫১ নং পৃষ্ঠায় ১৩ নং হাশিয়া বা পার্শ্বটিকায় ওহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

قَوْلُهُ وَ نَحْوِ هِمْ كَالْوَهَّابِيِّ اَلْمُنْكِرُ لِلشَّفَاعَةِ-

অর্থাৎ- তাদের (রাফেজী, খারেজী ও মো'তাজেলা ইত্যাদি বাতিল ফেরকার) মত ওহাবী সম্প্রদায়ও একটি পথভ্রষ্ট দল -যারা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম -এর শাফায়াতকে অস্বীকার করে।

৫। তাফসীরে সাবীর তৃতীয় খন্ডের ২৮৮ নং পৃষ্ঠায়ও ওহাবী সম্প্রদায়কে খারেজীদের অন্তর্ভূক্ত একটি পথভ্রষ্ট দল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

## ওহাবী সম্প্রদায়ের আক্বীদার কিছু নমুনা ঃ

* "শাওয়াহেদুল হক" নামক কিতাব (যা তুর্কী ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত)-এর ১৫২ নং পৃষ্ঠায় ওহাবীদের আক্বীদা সম্পর্কে বলা হয়েছে- **"মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর মতে-"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কোন ফরিয়াদ করেন অথবা তাঁর বা অন্যান্য নবী আলাইহিমুস সালাম ও আওলিয়ায়ে কেরামদের উছিলা গ্রহণ করে দোয়া করেন অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর নিকট শাফায়াতের প্রার্থনা করেন- সে মুশরিক"।**

* ওহাবী আক্বীদা সম্পর্কে "আস সিহাবুস সাকিব" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে-

১। নজদী এবং তার অনুসারীদের আক্বীদা হলো- আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের হায়াত শুধু মাত্র তাঁরা যতদিন এ দুনিয়ায় জীবিত ছিলেন ততদিনই ছিল। তাঁদের ইন্তেকালের পর তাঁরা ও অন্যান্য মুমিন ব্যক্তি এক বরাবর। (অর্থাৎ- তাদের মতে নবী


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন্নবী নন)।

২। তাদের মতে ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা শিরক।

৩। তাদের নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বেশি বেশি দুরূদ সালাম পেশ করা- বিশেষ করে দুরূদ শরীফের কিতাব দালায়েলুল খাইরাত ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে লিখিত "কাসীদায়ে বোরদা" ইত্যাদি পড়া শক্ত মাকরূহ বা খুবই অপছন্দনীয় কাজ।

৪। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফায়াত সম্পর্কে এমন ধরনের কথা বলে-যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফায়াতকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

৫। তাদের মতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিলাদুন্নবীর আলোচনা করা বিদ'আত বা নিকৃষ্ট কাজ।

(এমনকি-বর্তমানে সৌদি ওহাবীদের গ্রান্ড মুফতী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্‌যাপন করাকে শিরক বলে ফতোয়া দিয়েছে, যা আমাদের এ দেশীয় ওহাবীরা "এ কোন্ ঈদ" নামক পোষ্টারের মাধ্যমে গত ২০০৩ এবং ২০০৪ইং সনে সারা বাংলাদেশে প্রচার করেছিল)।

* "আল হাকায়েকুল ইসলামিয়া" নামক কিতাব (যা তুর্কীর ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত)-এর ১১নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- "**ওহাবীদের মতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা শিরক।**"

**তাদের আরো অন্যান্য আক্বীদা হল ঃ-**

১। আওলিয়ায়ে কেরামের মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা না জায়েজ।

২। নজর ও নেয়াজ না জায়েজ বরং শিরক।

৩। উরছ অর্থাৎ- কোন অলী আল্লাহর ইন্তেকাল দিবসে তাঁর জীবন চরিত্র আলোচনা করা এবাং তাঁর রূহের প্রতি ইছালে সওয়াব করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া না জায়েজ বরং শিরক।

৪। পীর মুরীদি না জায়েজ বরং শিরক। ইত্যাদি।

প্রিয় পাঠক মহল! উপরের আলোচনা দ্বারা আপনারা ওহাবী সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আক্বিদা সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করেছেন। আসুন-এখন জেনে নেওয়া যাক এ ওহাবী সম্প্রদায় সম্পর্কে তাবলীগের মুরুব্বি ও তাদের অনুসারীদের কি অভিমত?


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

# ওহাবী সম্প্রদায় সম্পর্কে তাবলীগের মুরুব্বী ও তাদের অনুসারীদের অভিমতঃ

১। তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াছ সাহেবের পীর এবং যাকে ইলিয়াছ সাহেব "জমানার কুতুব ও মুজাদ্দেদ" বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব ওহাবীদের সম্পর্কে বলেন-

محمد بن عبد الوهاب کو لوگ وهابی کهتے هیں وه اچها ادمی تها .......اور عامل با لحدیث تها بدعت وشرك سے روکتا تها-

অর্থাৎ- "মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে লোকেরা ওহাবী বলে। তিনি ভাল লোক ছিলেন। হাদীস অনুযায়ী আমল করতেন এবং বিভিন্ন বিদ'আতী ও শিরকী কাজ বন্ধ করতেন। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং -২৮০)।

তিনি আরো বলেন-

محمد بن عبد الوهاب کے مقتد یوں کو وهابی کهتے هیں ان کے عقائد عمده تهے

অর্থাৎ-"মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের অনুসারীদেরকে ওহাবী বলা হয়। তাদের আক্বীদা খুব ভাল ছিল। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং -২৮০)।

২। "রাহবর" কিতাবে (যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে) ওহাবী মতবাদের প্রশংসা করতঃ বলা হয়েছে- "তাওহীদের শত্রুরা একত্ববাদীদের ওহাবী নামে আখ্যায়িত করে। এতে ইশারা করে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের প্রতি। (পৃষ্ঠা নং-৮২।)

উক্ত কিতাবের ৮৩ নং পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছে- "যখন তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন-তখন বিদ'আতিরা তার বিরুদ্ধে খাড়া হল, এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন একাত্ববাদের দাওয়াত নিয়ে খাড়া হলেন, তখন মক্কার কাফিররা অবাক হয়ে বলত- "সে কি সমস্ত মা'বুদদেরকে এক মা'বুদ বানাতে চায়? এটাতো সত্যিই খুব অবাক হওয়ার কথা। (সূরা ছাদ)"।

উক্ত কিতাবের ৮৫ নং পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছে- "শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

ওহাব যেসব মূল্যবান বিবৃতি দিয়েছেন এবং অতি উচ্চ মানের অন্যান্য গবেষণাপত্র ও পুস্তকাদি রচনা করেছেন-তাতে তিনি কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের আলোচনা করেছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলের এবাদতের যোগ্যতা খন্ডন করেছেন এবং ছোট বড় সকল প্রকার শিরক থেকে পবিত্র হয়ে শুধু মাত্র এক আল্লাহ্‌কেই পূর্ণভাবে এবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন"।

৩। তাবলীগ জামাতের অন্যতম মুরুব্বী ও মৌঃ আশরাফ আলী থানবী সাহেবের খলীফা শামছুল হক ফরিদপুরী সাহেব স্বীয় "তাছাওফতত্ব" নামক গ্রন্থের ৩৭ নং পৃষ্ঠায় ওহাবী সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন-"প্রকৃত সত্য কথা এই যে, ওহাবী নামে কোন সম্প্রদায় বা ফের্কা নেই"। তিনি আরো বলেন-"অষ্টাদশ শতাব্দী শেষার্ধে আরব দেশে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নামক একজন ধর্মীয় নেতা এবং রাষ্ট্রীয় নেতা গোজারিয়াছেন। রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হইলেও তিনি বেশ ক্ষমাতাশালী ছিলেন এবং আরব দেশে বেশ প্রভাবও বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকগুলো সংস্কারমূলক কাজও তিনি করিয়াছিলেন। সংস্কার মূলক কাজ করিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ঈমানী ভুল না হইলেও বুদ্ধির ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। ঐ ভুলের সুযোগ নিয়া তাহার শত্রুরা এবং সংশোধনে যাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল-তাহারা একযোগে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রোপাকান্ডা করিয়া সাধারণ মুসলিম সমাজে তাহাকে অস্পৃশ্যরূপ ঘৃনিত করিয়া তুলিয়াছিল। এমনকি- ওহাবী শব্দটি একটি ঘৃণিত গালিতে পরিণত হইয়াছিল"। (তাছাওফতত্ব)।

মৌঃ ইলিয়াছ সাহেবের পীর যদি নজদী ওহাবীকে ভাল মানুষ বলে এবং সমর্থন করে-তাহলে মুরিদ কি তার বিরোধী হবে? কখনই নয়।

## মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব নজদের ওহাবী বাদশাহর দরবারে (ওহাবী কানেকশন)

মাওলানা আবুল হাছান আলী নদভী স্বীয় কিতাব "দ্বীনি দাওয়াত"-এর মধ্যে বর্ণনা করেন-মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হজ্বে গেলে সেখানে তাবলীগ জামাতের একটি প্রতিনিধি দল সহ তিনি নজদের বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করেন। উক্ত প্রতিনিধি দলে হাজ্বী আবদুল্লাহ দেহলভী, আবদুর রহমান মাজহারী, মৌঃ এহতেশামুল হাসান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। রাজ দরবারে প্রবেশের পর বাদশাহ স্বীয় মসনদ


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

থেকে নেমে গিয়ে খুব ইজ্জতের সাথে তাদেরকে স্বাগতম জানান এবং তার পাশেই তাদেরকে বসতে দেন। বাদশাহ তাদের সম্মুখে প্রায় ৪০ মিনিট তাওহীদের উপর আলোচনা করেন। অতঃপর বাদশাহ বহুত ইজ্জতের সাথে মসনদ থেকে নেমে বিদায় নেন। সেখানে মৌঃ এহতেশাম সাহেব তাবলীগ জামাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নোট করে তথাকার প্রধান বিচারপতি শাইখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান (যিনি মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর বংশধর) এর নিকট পেশ করেন। অতঃপর উক্ত প্রধান বিচারপতি তাদের প্রত্যেক বক্তব্য সমর্থন করে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। (তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং- ৯২)।

## তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীগণ নিজেদেরকে ওহাবী বলে স্বীকৃতি প্রদান

১। মৌঃ আশরাফ আলী থানবী সাহেব কানপুর মাদ্‌রাসায় জামেউল উলুমে শিক্ষকতা করার সময় একদা কিছু মহিলা ফাতেহার উদ্দেশ্যে মিষ্টি দ্রব্য নিয়ে মাদ্‌রাসায় আসেন। উক্ত মাদ্‌রাসার ছাত্রগণ ফাতেহা ব্যতীত মিষ্টি দ্রব্যগুলো খেয়ে ফেলে। এ নিয়ে বিরাট ঝগড়া-ঝাটির সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে থানবী সাহেব সেখানে আসেন এবং লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেন- بھائی یہاں وھابی رھتے ھیں - یہاں فاتحۃ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو-

অর্থাৎ-"ভাই! এখানে ওহাবী থাকে, সুতরাং ফাতেহা-নেয়াজের জন্য এখানে আসবেন না"। (আশরাফুছ ছাওয়ানেহ, তথ্যসূত্র : তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং-৮৫)।

২। "ছাওয়ানেহে মৌলানা ইউছুফ" নামক গ্রন্থের লেখক বর্ণনা করেন যে, মৌঃ ইলিয়াছ সাহেবের ইন্তেকালের পর তার স্থলাভিষিক্ত কে হবেন- এ নিয়ে আলোচনা কালে কথা প্রসঙ্গে মৌঃ মঞ্জুর নো'মানী (ইলিয়াছ সাহেবের "মালফুজাতের" লেখক) বলেন- ھم بڑے سخت وھابی ھیں ..... نماز پڑھتے تھے-

অর্থাৎ-"আমরা বড় শক্ত ওহাবী। এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ কোন মোহ নাই যে, এখানে হযরতের (ইলিয়াছ সাহেবের) কবর মোবারক, মসজিদ আছে- যাতে তিনি নামাজ পড়তেন"। (তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং-৮৬)।


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

৩। উক্ত কথার জবাবে মৌঃ জাকারিয়া (তাবলীগ জামাতের বিশিষ্ট কিতাব "ফাযায়েলে আমলের" লিখক) বলেন-

مو لوی صاحب میں خود تم سے بڑا وھابی ھوں ....
ضرورت نھیں-

অর্থাৎ- **"মৌলভী সাহেব! আমি স্বয়ং তোমার চেয়েও বড় ওহাবী। তুমি এ পরামর্শ দাও যে, হযরত চাচা জানের (ইলিয়াছ সাহেব) কবর এবং তার হুজরা ইত্যাদির কারণে এখানে আসার প্রয়োজন নাই"**। অর্থাৎ- যেয়ারতের জন্য আসার প্রয়োজন নাই। (তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং-৮৭)।

**বিজ্ঞ পাঠক মহল! আপনাদের এ কথা বুঝার বাকী নেই যে, বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ জামতের সাথে ওহাবী মতবাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তারা তাবলীগের নামে ওহাবী মতবাদই প্রচার করে যাচ্ছে।**

তাবলীগ জামাতের উপরোল্লেখিত এ সকল ভ্রান্ত মতবাদ, কর্মকান্ড ও বদ আক্বীদার কারণে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম শুরু থেকেই তাদের বিরোধিতা করে আসছেন এবং অসংখ্য কিতাব রচনা করে ও ওয়াজ-নছীহতের মাধ্যমে তাদের স্বরূপ উম্মোচন করতঃ সরলমনা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে আসছেন।

## তাবলীগ জামাত সম্পর্কে দেওবন্দের আলেমদের বিরূপ অভিমত

১। মৌঃ এহতেশামুল হাছান দেওবন্দী- যিনি তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ ইলিয়াছ সাহেবের শ্যালক, প্রধান খলিফা এবং বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন। তিনি ইলিয়াছ সাহেবের মৃত্যুর পর তাবলীগ জামাতের অনুসারীদের বিভিন্ন কর্মকান্ড দেখে "যিন্দেগীকী সিরাতে মোস্তাকীম" নামক কিতাবের শেষভাগে জরুরী এন্তেবাহ (সতর্কীকরণ) শীর্ষক পরিশিষ্ট-তে তাবলীগ জামাত সম্পর্কে নিম্ন বর্ণিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میرے علم وفہم کے
مطابق نہ قران وحدیث کی مطابق ھے اورنہ


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دھلوی اور علماء حق کے مسلک کے مطابق ھے-

অর্থাৎ- "নিযামুদ্দীনের (ইলিয়াছ সাহেবের তাবলীগ যে এলাকা থেকে প্রথম শুরু হয় তার নাম) বর্তমান তাবলীগ আমার এলেম ও বুঝ অনুসারে কোরআন ও হাদীস শরীফের মোয়াফেক (অনুকুল) নহে এবং উহা মুজাদ্দেদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য হক্কানী আলেমদের নীতির বহির্ভূত"। তিনি আরো বলেন-

میری عقل وفہم سے بہت بالا ھے کہ جوکام حضرت مولانا الیاس صاحب کی حیات میں اصولوں کے انتہائ پابندی کے باوجود صرف بدعت حسنہ کی حیثیت رکھتا تھا اس کواب انتہا ئي بے اصولیوں کے بعد دین کا اھم کام کس طرح قرار دیا جا رھا ھے- اب تومنکرات کی شمولیت کے بعد اس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جاسکتا-

অর্থাৎ-"এ প্রচলিত তাবলীগ মাওলানা শাহ্ ইলিয়াছ ছাহেবের জীবদ্দশায় উছূলের পুরাপুরী পাবন্দী সত্বেও "বিদ'আতে হাছানাহ" এর মর্যাদা রাখত; বর্তমানে উহাতে বহু শরীয়ত বিরোধী কাজ সংমিশ্রিত হওয়ার পরে উহাকে এখন আর বিদ'আতে হাছানাহ বলা যায় না"। অর্থাৎ-বর্তমানে ইহা বিদআতে ছাইয়্যেআহ বা নিকৃষ্ট পন্থায় পরিণত হয়েছে।

২। ফাযেলে দেওবন্দ মাওলানা শাহ আবদুর রহীম-যিনি মৌঃ ইলিয়াছ এবং তার ছেলে মৌঃ মোঃ ইউছুফ সাহেবের সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাবলীগ জামাতের কাজ করেছেন"। তার অভিমতঃ

১৯৬৮ ইং সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুযাফফর নগর জেলার তাওয়ালীস্থিত


Bangladesh Anjumane Asheqane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

দারুল উলূম হুছায়নিয়ায় এক আজিমুশ্‌শান মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, যাতে দেওবন্দের অধিকাংশ বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ফাজেলে দেওবন্দ মাওলানা শাহ আবদুর রহীম সাহেব "তাহাফ্‌ফুযে কুরআন আওর উছুলে দাওয়াত ও তাবলীগ" বিষয় সম্পর্কে এক যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। জনাব শাহ সাহেবের অনুমোদন ক্রমে উক্ত বক্তৃতাটি "উছুলে দাওয়াত ও তাবলীগ" নামে উর্দূ ভাষায় পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়।

উক্ত "উছুলে দাওয়াত ও তাবলীগ" নামক পুস্তিকার ৫৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

ফাযেলে দেওবন্দ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুর রহীম সাহেব "তাহাফ্‌ফুযে কুরআন আওর উছুলে দাওয়াত ও তাবলীগ" সম্বন্ধে যেই মাহফিলে বক্তৃতা প্রদান করেন, উক্ত মাহফিলে নিম্নলিখিত মশহুর ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন।

"হযরত মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব-(মুহাদ্দেছ দারুল উলুম দেওবন্দ), মাওলানা ফখরুল হাছান সাহেব, মাওলানা এরশাদ আহমদ সাহেব-(মুবাল্লেগ দারুল উলুম দেওবন্দ), মাওলানা আনযার শাহ্ কাশ্মীরী, মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব মাজাহেরুল উলুম ছাহারানপুর। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্তী এলাকার ওলামায়ে কেরাম এবং দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাজাহেরুল উলুমের ছাত্রদের দ্বারা সভামঞ্চ পরিপূর্ণ ছিল। মনে হচ্ছিল যে, জনাব শাহ সাহেব বক্তৃতায় যা কিছু বলতেছেন, উহা সকলের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি"।

হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুর রহীম সাহেব বক্তৃতায় বলেন-

"সর্বযুগে ওলামায়ে কেরামই কুরআনে করীম ও উহার মানী-মতলবের হেফাজতকারী হিসাবে গণ্য হইয়া আসতেছেন। সুতরাং তারা কত বড় আহমক-যারা পাইকারীভাবে ওলামায়ে কেরামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে যেয়ে দ্বীনের অবমাননা করতেছে"। বর্তমান যামানায় কতক অপরিনামদর্শী এবং দ্বীনের কৃত্রিম দরদীদের দ্বারা যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তৎপ্রতি আলোকপাত করে জনাব শাহ সাহেব বলেন- **"মিওয়াত এলাকা বিশেষভাবে তাদের (তাবলীগ জামাতের) শিকারে পরিণত হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে কাজ ওলামায়ে কেরামের -তা এমন এক শ্রেণীর লোক আঞ্জাম দিচ্ছে- যারা দ্বীন সম্বন্ধে কেবলমাত্র অজ্ঞই নয়; অধিকন্তু নিজেদের হীনতা, মুর্খতা ও অপকর্মের দরুণ সমাজের চক্ষে সমাদৃত নয়। কবির ভাষায় তাদের অবস্থা নিম্নরূপঃ**


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

"যদি কোন জাতির পথ প্রদর্শক হয় কাক; তবে উহা তাদেরকে ধ্বংসের পথ প্রদর্শন করে"।

জনাব শাহ্ সাহেব তার বক্তৃতায় আরো বলেন-"আমি খোদার শপথ করে বলছি যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মীয় প্রয়োজনে আমি তাবলীগী জামাতের সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছি। কেননা, এ জামাতের নাবালেগ মুবাল্লেগগণ যখন জনসাধারণের মধ্যে ওয়াজ করতে আরম্ভ করে অথচ মুর্খদের জন্য ওয়াজ করার এজাযত শরীয়তে নেই, তাবলীগী জামাতের ফযিলত বয়ান করতে সীমা অতিক্রম করে চলছে; দ্বীনের অন্যান্য বিভাগের কার্যাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেছে এবং এ জামাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টি এ দিকে বার বার আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তারা এ নাবালেগ মুবাল্লেগগণকে তাদের উপরে বর্ণিত অবাঞ্ছিত কার্যাবলী হতে ফিরাতে পারেননি অথবা তাম্বীহ্ সত্ত্বেও ফিরে নাই, এহেন পরিস্থিতিতে হাকীকতের হাল ও প্রকৃত ঘটনা জনসাধারণের সম্মুখে পরিস্কার রূপে তুলে ধরা ধর্মীয় জেম্মাদারী হিসাবে অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে"।

শাহ সাহেব তার বক্তৃতায় আরো বলেন-"চিন্তার বিষয়, সনদ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কম্পাউন্ডার পর্যন্ত হতে পারেনা। কিন্তু লোকেরা দ্বীনকে এত সহজ মনে করে নিয়েছে যে, যার ইচ্ছা হয় সে ওয়াজ করতে দাঁড়িয়ে যায়- কোন সনদের প্রয়োজন মনে করে না। এরূপ ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, "নীম ডাক্তার (অনভিজ্ঞ) জানের জন্য বিপদ এবং নীম-মোল্লা ঈমানের জন্য বিপদ"।

শাহ সাহেব তার বক্তৃতায় আরো বলেন-"আমি এখানে একটি ভুল বুঝা বুঝির নিরসন আবশ্যক মনে করি। কতক এরূপ মনে করতে পারেন যে, তাবলীগ জামাতের দ্বারা কিছু কিছু দ্বীনের খেদমত তো হয়েছে, ভুলত্রুটি তো সব জায়গায় আছে। কাজেই তাবলীগী জামাত ওয়ালাদের কাজে বাঁধা না দেওয়াই মুনাছেব। আমি (শাহ আঃ রহীম ছাঃ) মনে করি- যারা এরূপ মনে করেন, তারা প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই। প্রকৃত ঘটনা এই যে, বে-নামাযী হওয়া তো আমলী ত্রুটি। পক্ষান্তরে আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসা সমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, উত্তমকে অধম বলে ধারণা করা এবং গায়রে সুন্নাতকে সুন্নাত বলে বিশ্বাস করা- ইত্যাদিতো ই'তেকাদী ত্রুটি। কতিপয় আমলের ইসলাহের খাতিরে ইসলাহে আকায়েদের প্রতি আদৌ খেয়াল না করা ইসলামী নোকতায়ে নজরে কিভাবে


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

জায়েয হতে পরে উহা আমি বুঝে ঠিক করতে পারছিনা। অথচ বিশুদ্ধ আকীদার উপর নাজাত হাসিল করা নির্ভর করে।"

শাহ ছাহেব আরো বলেনঃ- "যদি কোন ব্যক্তি তাবলীগ জামাতের ভিত্তিহীন ও নীতিহীন বক্তৃতার সমালোচনা করেন তাহলে তাকে তাবলীগের মুখালেফ বলে প্রচার করেন এবং সমালোচনাকারীর সমালোচনা ঠিক, কি অঠিক-তা তাহকীক না করে তাকে নানাভাবে কষ্ট দিতে উদ্যত হন। চিন্তা করুন- যেই আন্দোলন ওলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য আরম্ভ হয়েছিল- সেই আন্দোলনই আজ জনসাধারনকে ওলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসা সমূহ হতে বিছিন্ন করার কারণে পরিণত হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাবলীগ জামাতে যে যত নিকটবর্তী হয়েছে, সে তত ওলামাদের সংশ্রব হতে দূরে সরে পড়েছে। আর যারা দুই/চার চিল্লা দিয়েছে- তাদের উচ্চ মর্যাদার তো আর কথাই নেই, তারা তো ওলামাদের কোন মর্যাদা দিতেই প্রস্তুত নন। জামাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ এ সকল অপরিপক্ক মুবাল্লেগগণকে ভর্ৎসনা করেন না, বরং তাদেরকে ওয়াজ-নছীহত করতে লাগিয়ে দেন। তখন তারা যা খুশি বলতে থাকে এবং জেহাদের আয়াত ও হাদীস সমূহ তাবলীগ জামাতের ফজিলত বয়ান করতে বর্ণনা করতে থাকে।"

জনাব শাহ সাহেব আরো বলেন-"চিন্তা করুন, যেখানে মুহাদ্দেছীনে কেরাম رِوَايَتْ بِالْمَعْنٰى অর্থাৎ-কোন হাদীসের মর্ম অবলম্বন করে রেওয়ায়েত করতে অনুমতি দেন না, সেখানে জামাতের অপরিপক্ক মুবাল্লিগগণ কত বড় দুঃসাহসিকতার কাজ করেছে"। জনাব শাহ সাহেব তার বক্তৃতায় আরো বলেন- "যে কাজ আলেমের, সে কাজের দায়িত্ব যদি অজ্ঞ লোকেরা গ্রহণ করে উহার গুরুতর পরিনাম সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

"যখন কাজের দায়িত্ব অপাত্রে ন্যস্ত হবে-তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করতে থাক"। আপনারা অবগত আছেন যে, কৃষি কাজের অনভিজ্ঞ লোকের হাতে লাঙ্গল দিলে, সে হালের বলদকে ক্ষত-বিক্ষত করে ছাড়বে। কামারকে ঘড়ি তৈরি করতে দেয়া হলে উহার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হবে"।

(তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং- ১৫৬-১৬৯, তাবলীগী জামায়াত প্রসঙ্গে তের দফা, পৃষ্ঠা- ৩১-৪০, হেযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ ছরছীনা শরীফ থেকে প্রকাশিত)।


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

# তাবলীগ জামাত সম্পর্কে ফুরফুরা শরীফের ফতোয়া

ফুরফুরা শরীফের টাইটেল মাদ্রাসার মুফতী হাফেজ আব্দুল মান্নান সাহেব তাবলীগ জামাত সম্পর্কে নিম্নোক্ত ফতোয়া প্রদান করেন। যাকে পশ্চিম বঙ্গের ৮০ জন বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণ স্বীকৃতি প্রদান করেন। তন্মোধ্যে ফুরফুরা শরীফের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

১। মৌলানা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব, মুফতীয়ে বাংলা ও আসাম (মেজ হুজুর, ফুরফুরা শরীফ)।

২। মৌলানা সাইফুদ্দিন সাহেব, প্রাক্তন শাইখুল হাদীস ও সুপারেন্টেন্ড ফুরফুরা টাইটেল মাদ্রাসা (মেজ হুযুরের বড় সাহেবজাদা)।

৩। মৌলানা কুতুবুদ্দিন সাহেব, তাজুল মুহাদ্দেসীন (মেজ হুযুরের মেজ সাহেবজাদা)।

৪। মৌলানা আলহাজ্ব কলীমুল্লাহ সাহেব, এম.এম (ছোট হুযুরের বড় সাহেবজাদা)।

৫। মৌলানা আবু ইব্রাহীম সাহেব এম.এম (বড় হুযুরের মেজ সাহেবজাদা)।

৬। মৌলানা আবুল ফারাহ সাহেব ফাজেলে মুরাদাবাদ, (সেজ হুযুরের বড় সাহেবজাদা)।

৭। মৌলানা মতি উল্লাহ সাহেব এম.এম. (বড় হুযুরের সেজ সাহেবজাদা)। প্রমুখ।

(ফতোয়াটি "ইসলামী রিচার্স সেন্টার" করিমনগর (পশ্চিম নন্দনপুর) পোঃ দালাল বাজার, লক্ষিপুর কর্তৃক প্রচার করা হয়)।

## ফতোয়াটি হলোঃ

**প্রশ্ন ঃ** কিছু দিন হতে একটি দল তাবলীগ জামাত নাম দিয়ে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন স্থানে গাস্ত করে থাকে। তিন চিল্লার গাস্তকে খুবই প্রধান্য দিয়ে থাকে। সাধারণ মুসলমানকে ছয়টি ধারা যথা-কলমা, নামাজ, এখলাসে নিয়ত, জিকর এল্‌ম, নাফরুন ফি সাবিলিল্লাহ ও তারকে মালায়ানীর শিক্ষা দিয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য নেক কার্যের আদেশ বা বদ কার্য্য হতে নিষেধের কথা বলে না। জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে-ইহা তাবলীগের প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র। এরূপ প্রাথমিক শিক্ষার তাবলীগ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন কি না? ছয় ধারার মধ্যে তাবলীগকে সীমাবদ্ধ করা ঠিক কি না? এছাড়া স্ত্রী পুত্র ও পিতা মাতার খোরাক পোষাকের ব্যবস্থা-যা খাঁটি ফরজ তা না করে দূর দেশে গাস্তে বাহির হওয়া জায়েজ কি না? এরূপ জামাতে শরীক হওয়া জায়েজ কি না? শরীয়তে মোহাম্মদী মতে ফতোয়া দানে বাধিত


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

করবেন।

**ফুরফুরা টাইটেল মাদ্রাসার মুফতী সাহেবের উত্তর ঃ** প্রচলিত ছয় ধারায় (সীমাবদ্ধ) তাবলীগের জন্য দেশ বিদেশ গাস্তে বাহির হওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া-ইহা কোরআন, হাদীস বা হযরতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা বা তাবেঈনের পাক জিন্দেগী হতে সাব্যস্ত হয় না। এরূপ সীমাবদ্ধ ছয় ধারার তাবলীগ, উহার জন্য ভ্রমণে যাওয়া নিঃসন্দেহে নাজায়েজ বেদয়াত হচ্ছে।

আর পিতা-মাতা স্ত্রী পুত্রাদির খোরাক ও পোষাকের ব্যবস্থা না করে প্রচলিত তাবলীগের জন্য ভ্রমণে যাওয়া নাজায়েজ ও গুনাহের কার্য্য। কলিকাতার বে-নমাজী মরে গেলে দিল্লীর মুসলমানগণ কি কিয়ামতে দায়ী হবেন? যার যার এলাকা ভিত্তিক ও কর্তৃত্তাধীন শরীয়তের কর্ম আহকাম প্রচার করা ইহাই ইসলামের বিধান। যখন নামাজ, কলেমা শিক্ষার ব্যবস্থা নিজ স্থানে আছে- তখন উহার জন্য দূর দেশে ভ্রমণে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

ইহা ব্যতীত তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মকর্তাগণের এমন বহু মাসআলা আছে যাহাতে অতীতকালের বাংলার বিজ্ঞ আলেমগণের সহিত বিশেষতঃ মুজাদ্দেদে জামান আমীরে শরীয়ত হযরত মৌলানা আলহাজ্ব আবু বকর সিদ্দিকী রাহতুল্লাহি আলাইহি (যিনি শর্ষিণা শরীফের মরহুম হযরত নেছার উদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পীর ও মুর্শিদ ছিলেন) ও আল্লামায়ে জামান আলহাজ্ব মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবগণের মতের সহিত মিল খায় না, খেলাফ হয়। এ হেতু এই জামাত হতে পৃথক থাকা (যোগ না দেওয়া) অতি জরুরী। এ জামাতে যোগ দিলে ঈমানের ক্ষতি হওয়ার অতিবড় আশঙ্কা রয়েছে। দেওবন্দী বহু ওলামাদের মতেও এ জামাত বাতিল।

মুফতি হাফেজ আবদুল মান্নান
ফুরফুরা টাইটেল মাদ্রাসা।
০১-১০-৭২ ইং

## তাবলীগ জামাত সম্পর্কে শর্ষিণা শরীফের অভিমত ঃ

শর্ষিণা শরীফের মাওলানা মুহাম্মদ মুয্যাম্মিলুল হক রাজাপুরী কর্তৃক সংগ্রহীত তাবলীগ জামাতের আপত্তিকর তেরটি বিষয়ের উপর বিশ্লেষণ পূর্বক প্রমাণ করা হয় যে, বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ জামাতের মধ্যে বহু বেদ'আতে ছাইয়্যেয়াহর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং উহা ইসলামের সঠিক পন্থায় পরিচালিত নয়। উক্ত বিশ্লেষিত বিষয়াবলী "তাবলীগী জামায়াত প্রসঙ্গে তের দফা" নামক পুস্তিকা আকারে "হেযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ" শর্ষিণা শরীফ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

# এক নজরে তাবলীগী মতবাদ

উপরোল্লেখিত আলোচনার মাধ্যমে প্রচলিত তাবলীগ জামাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করা যায়-

(ক) তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠা কোরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াসের আলোকে নয়, বরং স্বপ্নে পাওয়ার মাধ্যমে হয়েছে।

**(খ) তাবলীগী সম্প্রদায়ের আক্বীদা ঃ**

(১) যারা তাবলীগ জামাত করে এবং তাবলীগ জামাতীদের সাহায্য করে একমাত্র তারাই মুসলমান। এছাড়া কোন মুসলমান নাই।

(২) ১২ই রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা বৈধ নয়। তার বৈধতার পক্ষে কোরআন-হাদীসের কোথাও দলিল নাই।

(৩) বর্তমান তাবলীগী অনুসারীরা কোন পীরের হাতে বয়াত হয়না। পীরের হাতে বয়াত হওয়াকে বেদআতী কাজ মনে করে।

(৪) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম যে পরিমান ইলমে গায়েব জানেন, সে পরিমান ইলমে গায়েব সমস্ত শিশু, পাগল, জীব-জনোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুও (ভেড়া, বকরি, গরু, ছাগল প্রভৃতি) জানে। (নাউযুবিল্লাহ)

(৫) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম শুধু একাই রাহমাতুল্লিল আলামীন নন। আরো অনেকে রাহমাতুল্লিল আলামীন হতে পারেন।

(৬) কোন সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কেউ কাফের বললে সে ইসলামের সঠিক দলেই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৭) ওরশ শরীফ ও মিলাদ মাহফিলে শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ না হলেও উহা নিষিদ্ধ ও হারাম।

(৮) ক্বেয়াম করা ব্যতীত মিলাদ শরীফ পড়াও নাজায়েজ।

(৯) প্রচলিত ফাতেহা শরীফ পাঠ করা বিদআত ও হিন্দুদের পূজার মত।

(১০) দূর থেকে কোন মাজার শরীফ যিয়ারতে যাওয়া এমনকি ওরশ শরীফের দিন কোন ওলীর মাজার যিয়ারত করতে যাওয়া হারাম।

(১১) মহররম মাসে হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদতের আলোচনার মাহফিল করা এবং এ উপলক্ষে সরবত, দুধ ও নেওয়াজ ইত্যাদি বিতরণ


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

করা সব হারাম ও না-জায়েজ।

(১২) মিলাদ শরীফের নেওয়াজ, তাবাররুক ইত্যাদি ভক্ষণ করা হারাম। উহা ভক্ষণ করলে অন্তরের নূর পর্যন্ত বের হয়ে যায়।

(১৩) হিন্দুদের হুলী, দেওয়ালী ইত্যাদি পূজা উৎসবের প্রসাদ খাওয়া বৈধ।

(১৪) কারবালার শহীদগণের স্মরণে প্রকাশিত মর্সিয়া (শোক গাথা) আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া বা মাটিতে পুঁতে রাখা আবশ্যক।

(১৫) দুই ঈদের দিন কোলাকুলি করা বেদআত বা নিকৃষ্ট কাজ।

(১৬) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের ইলমে গায়েব নেই। তাই ইয়া রাসুলাল্লাহ বলাও না-জায়েজ।

(১৭) আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা কথা বলাসহ অন্যান্য মন্দ বা খারাপ কাজ সম্পাদন করতেও সক্ষম। (নাউযুবিল্লাহ)

(১৮) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম দেওবন্দী আলেমদের সংস্পর্শে এসে উর্দু শিখেছেন।

(১৯) শয়তান ও মালাকুল মউত বা আজরাইল আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপক জ্ঞানের বিষয় দলিল প্রমান দ্বারা সাব্যস্ত, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের এমন ব্যাপক জ্ঞানের ব্যাপারে কোন দলিল প্রমান নাই।

(২০) যত বড় নবী, ওলী বা ফিরিশতা হোক না কেন আল্লাহর নিকট তাঁরা চামার থেকেও নিকৃষ্ট।

(২১) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের শরীয়তের ব্যাপারে কথা বলার কোন অধিকার নাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের চাওয়ায় কিছু হয় না।

(২২) বান্দার সাথে আল্লাহপাক দুনিয়াতে, কবরে ও পরকালে কি ব্যবহার করবেন তা কেউ জানেনা। এমনকি কোন নবী বা ওলীও তাঁদের নিজেদের সাথে বা অপরের সাথে কি ব্যবহার করা হবে তা জানেন না।

(২৩) নামাজের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর প্রতি খেয়াল করা নিজের গরু-গাধার প্রতি খেয়াল করা হতেও আনেক নিকৃষ্টতর।

(২৪) আমলের দিক দিয়ে উম্মতগণ অনেক সময় নবীদের সমান, এমনকি নবীদের থেকেও বড় হয়ে যায়।

(২৫) খাতামুন্নবী অর্থ শেষ নবী বলা এটা মূর্খদের ধারনা।


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

(২৬) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর পরে যদি কোন নতুন নবী পয়দা হয় তাহলেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম খাতামুন্নবী হওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি হবে না।

(২৭) আল্লাহ তা'আলা কোন কাজ সংঘঠিত হওয়ার পূর্বে ঐ বিষয়ে অবগত নন।

(২৮) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন, আমিও একদিন মৃত্যুবরণ করে মাটির সাথে মিশে যাবো। (নাউযুবিল্লাহ)

(২৯) মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী খুব ভাল লোক ছিলেন, হাদীস অনুযায়ী আমল করতেন, বিভিন্ন বেদআতী ও শিরকী কাজ বন্ধ করতেন। লোকেরা তাকে ওহাবী বলে, তার আক্বীদা খুব ভাল ছিল।

## তাবলীগ করার দায়িত্ব কাদের?

প্রচলিত তাবলীগে দেখা যায় যে, সাধারণ শিক্ষিত ও মূর্খ ব্যক্তিবর্গও দ্বীন প্রচারের জন্য স্বীয় পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করে তা আল্লাহর উপর সমর্পন করে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান। অথচ পরিবারের ভরণ-পোষণের সামর্থ না থাকলে হজ্জের মত একটি গুরুত্ব পূর্ণ ফরজ ইবাদতও পালন করা আবশ্যক নহে।

প্রিয় পাঠক মহল। পরিশেষে আপনাদের নিকট তুলে ধরতে চাই যে, প্রকৃত পক্ষে তাবলীগ বা দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব কাদের? তা কি জ্ঞানী-মূর্খ সকলের উপরই আবশ্যক? না শুধু জ্ঞানী বা আলেমদের উপর?

পবিত্র কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

অর্থাৎ-তোমাদের মধ্যে একদল লোক এরূপ হওয়া চাই, যারা কল্যাণের পথে আহ্বান করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।

(সূরা আল্ ইমরান, আয়াত ঃ ১০৪)

এ আয়াতের মধ্যে مِّنْكُمْ اُمَّةٌ "তোমাদের মধ্যে একদল লোক" এ কয়টি শব্দ দ্বারা ইহাই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, দাওয়াত বা তাবলীগ করার নির্দেশ সমস্ত মুসলমানের উপর নহে-বরং মুসলমানদের মধ্যে একটি মাত্র দল অর্থাৎ-আলেম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

সম্প্রদায়ের উপর তাবলীগ ফরজ করা হয়েছে। এ আয়াতের নির্দেশিত তাবলীগ ইসলামের প্রথম যুগ হতে আদ্যবধি ওলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীন সম্পাদন করে আসছেন।

তাফসীরে বায়যাবীতে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

مِنْ لِلتَّبْعِيْضِ لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهِىَ عَنِ الْمُنْكَرِ
فَرْضٌ مِّنْ فُرُوْضِ الْكِفَايَةِ وَلِاَنَّهٗ لَايَصْلِحُ لَهٗ كُلُّ وَاحِدٍ
...... خَاطَبَ الْجَمِيْعَ وَطَلَبَ فِعْلُ بَعْضِهِمْ-

অর্থাৎ- এ আয়াতের মধ্যে مِنْ শব্দটি দ্বারা কিছু সংখ্যক লোককে বুঝায়। কেননা, "সৎ কজের নির্দেশ দান করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ফরজে কেফায়া। (যা কিছু সংখ্যক লোকের উপর ফরজ)। কারণ, এ কাজ সম্পাদনের যোগ্যতা প্রত্যেকের নাই। এ কাজ সম্পাদনের জন্য যে শর্তাবলী রয়েছে যেমন-শরীয়তের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হওয়া, হুকুম-আহকামের মান এবং ঐ গুলোর প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া ইত্যাদি। অথচ এ সমস্ত শর্ত সকলের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ আয়াতের মাধ্যে সমস্ত উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক হতে এ কাজ অন্বেষণ করা হয়েছে"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাঈনে বলা হয়েছে-

وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ اَنَّ مَا ذُكِرَ فَرْضُ كِفَايَةٌ وَلَايَلْزِمُ كُلَّ
الْاُمَّةِ وَلَايَلِيْقُ لِكُلِّ اَحَدٍ كَالْجَاهِلِ-

অর্থাৎ- "এ আয়াতের মধ্যে مِنْ শব্দটি দ্বারা কিছু সংখ্যক লোককে বুঝায়। কেননা, তাবলীগ করা ফরযে কেফায়া। এ নির্দেশ সমস্ত উম্মতের উপর নহে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ইহার যোগ্যও নহে। যেমন- মূর্খ ব্যক্তি"। এতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, সর্ব সাধারণ ও মূর্খ লোকদের উপর তাবলীগের দায়িত্ব নহে।

ধর্মীয় আলোচনা ও ওয়াজ-নছীহত কোন্ কোন্ ব্যক্তি করবেন-এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন-

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَقُصُّ اِلَّا اَمِيْرٌ اَوْمَأْمُوْرٌ اَوْ مُخْتَالٌ-

হযরত আউফ ইবনে মালেক আসজায়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণত, তিনি বর্ণনা করেন-রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- তিন শ্রেণীর লোকই ওয়াজ-নছীহত করে থাকেন। বাদশাহ কিংবা তার নির্দেশিত ব্যক্তি অথবা দাম্ভিক"। (আবু দাউদ, মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং-৩৫)।

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় জগত বিখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- وَقَوْلُهُ (اِلَّا اَمِيْرٌ) اَىْ حَاكِمٌ (اَوْمَأْمُوْرٌ) اَىْ مَأْذُوْنٌ لَهُ بِذٰلِكَ مِنَ الْحَاكِمِ اَوْمَأْمُوْرٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ كَبَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ (اَوْ مُخْتَالٌ) اَىْ مُفْتَخِرٌ مُتَكَبِّرٌ طَالِبٌ لِلرِّيَاسَةِ-

অর্থাৎ-"ওয়াজ-নছীহত করা কেবল মাত্র বাদশাহ বা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ অথবা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ-যেমন কিছু ওলামা ও আউলিয়াগণের কাজ। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি বক্তা সাজিবে-সে দাম্ভিক এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠার কামনা রাখে"। (মিরকাত ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৯৯)

আলোচ্য হাদীছ ও তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝা গেল-ওয়াজ-নছীহত করা তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমিত থাকবে। প্রচলিত তাবলীগ জামাতের মূর্খ ওয়াজ-নছীহতকারী কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত? তারা বাদশাহ নহেন। বাদশাহ্‌র পক্ষ হতে অনুমতি প্রাপ্তও নহেন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে অনুমতি প্রাপ্তও নন। কারণ, আল্লাহর পক্ষ হতে কেবলমাত্র ওলামা ও আউলিয়ায়ে কেরামদের জন্যই এ কাজের অনুমতি রয়েছে। সুতরাং তারা সর্বশেষ শ্রেণী-অর্থাৎ দাম্ভিক শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত হবেন।

বিজ্ঞ পাঠক মহলের নিকট আরজ-আমার উপরোক্ত আলোচনা সমূহ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে গভীর মনোযোগের সহিত চিন্তা করে সঠিক বিষয়টি অনুধাবন করুন। সত্য অনুসন্ধান করা ও তা গ্রহণ করাই জ্ঞানীদের কাজ।

## =ঃ সমাপ্ত ঃ=


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১. "ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ" ।
২. রাসুল ﷺ হাযির নাযির, ইলমে গায়েব জানেন এবং আল্লাহর জাতি নূরের জ্যোতি হতে সৃষ্টি ইত্যাদি আক্বীদার দলীল ও প্রমাণ ।
৩. বাতিল মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব "সাইফুল কাহ্হার আলা আ'নাকি আল্ খাওয়ারিজিল আশ্‌রার" ।
৪. প্রচলিত তাবলীগ জামাতের স্বরূপ উন্মোচন ।
৫. তাবাররুকাত ।
৬. আকায়েদে আরবায়াহ্ ।
৭. হাদীসুল আরবাঈন ফি তা'জিমি ওয়া হুব্বি রহমাতিল্লিল আলামীন ওয়া মানাকিবি আহ্‌লি বাইতি সায়্যিদিল মুরছালিন ।
৮. ইকামতের সময় দাঁড়ানোর নিয়ম ।
৯. আহকামুল মাওতা ওয়াল কুবুর ওয়া যিয়ারাতি রাওজাতিন্নাবী ﷺ ।
১০. আযানের দোয়ার মধ্যে وارزقنا شفاعته يوم القيامة "ওয়ার জুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্" বলা বৈধ ।
১১. ইসলামী সঠিক দল ও ভ্রান্তদল সমূহের পরিচয় (প্রকাশের অপেক্ষায়) ।

### প্রাপ্তিস্থান ঃ

জহুরা মঞ্জিল, কলেজ রোড, কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ ।
আবেদিয়া খান্‌কা শরীফ, নিতাইগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ।
কুতুবিয়া দরবার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ।
বাইতুশ শরীফ জামে মসজিদ, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ ।
ফকিরটোলা জামে মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ ।
বাইতুন নূর জামে মসজিদ, পশ্চিম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ ।
জামেয়া গাউছিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্রাসা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ।
মসজিদে গাউসুল আ'যম, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা ।
উজ্জীবন লাইব্রেরী, কাদেরিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ।
মোহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম ।

### প্রচারে ঃ

**সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ,** নারায়ণগঞ্জ ।

**ও**

**নারায়ণগঞ্জ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ।**

*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
*\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)*